জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

জেলা বৈঠক

জেলাওয়ারি বৈঠকের দ্বিতীয়টি আজ হবে মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে। শুক্রবার ৩টেয় কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টির সম্ভাবনা

আবহাওয়ার পরিবর্তন। মাঘ মাসে বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার একাধিক জেলায় বৃষ্টি হয়। আজ শুক্রবারও বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা। বৃষ্টি শেষে ফের জাঁকিয়ে শীত

পাহাড়ে তুষারপাত, সাদা চাদরে ঢাকল সান্দাকফু, টুমলিং, মেগম

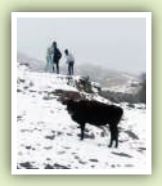

জন্মের প্রমাণপত্র হিসেবে আর বৈধ নয় আধার কার্ড

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৪৮ ● ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ৪ মাঘ ১৪৩০ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 248 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 19 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রীর ৭টি বই প্রকাশিত ■ আগামী বছর ছোঁবেন ১৫০-এর মাইলস্টোন

কলকাতা বইমেলা হবে বিশ্বসেরা

প্রতিবেদন : কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা হবে বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ৪৭তম বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মানুষের উৎসাহ, মানুষের উদ্দীপনা, বইয়ের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং মেলার আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এবারের বইমেলার থিম কান্ট্রি ব্রিটেন। সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দু'দেশের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক। আগামিদিনেও তা অটুট থাকবে।

সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল কার্যত চাঁদের হাট। ছিলেন মেয়র, দমকলমন্ত্রী, মৎস্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ, তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, বিধাননগরের মেয়র, পরিবহণমন্ত্রী,

■ কবিতাবিতানের ইংরেজি অনুবাদ হাতে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে।

দলীয় সাংসদ এবং কলকাতায় ব্রিটেনের হাইকমিশনার অ্যালেক্স এলিস-সহ প্রতিনিধিরা। গিল্ডকর্তা সুধাংশুশেখর দে এবং ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে রাখা ঘণ্টা বাজিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার সূচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ, শুক্রবার বইমেলার দ্বিতীয় দিন 'ব্রিটেন ডে' পালিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন নিজের লেখা বইয়ের প্রসঙ্গ অবতারণা করে বলেন, ১৯৯৫ সালে প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল। (এরপর ১২ পাতায়)

■ ঘণ্টা বাজিয়ে ৪৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

আদালতের সপাট থাপ্পড় গদ্দারকে ■ খারিজ নোংরা আবেদন

২২-এ নেত্রীর সর্বধর্ম মিছিল

মন্দির-মসজিদ গুরুদ্বারে প্রার্থনা

প্রতিবেদন : ২২ জানুয়ারি নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন, তা আক্ষরিক অর্থেই সর্বধর্ম সমন্বয় মিছিল। সব ধর্মের সব মানুষই পা মেলাবেন এই সর্বধর্মের মিছিলে। লক্ষণীয়, এই সংহতি মিছিল বানচাল করতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল গদ্দার অধিকারী। আদালতের সপাট থাপ্পড়ে মুখ পুড়েছে দলবদলু কাঁথির নেতার। গদ্দারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২২-এর সংহতি মিছিল হবে কলকাতায় ও গোটা বাংলা জুড়ে। ওইদিন ঘড়ির কাঁটায় ঠিক বেলা ৩টেয় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেবেন। তারপর হাজরা মোড় থেকে শুরু করবেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের মিছিল। নেত্রীর সিদ্ধান্ত, হাজরা মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হয়ে পার্ক সার্কাস ময়দানে পৌঁছবে মিছিল। তবে যাত্রাপথে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে কিছু সময়ের জন্য থামবে মিছিল। কারণ সেখান থেকে কাছের একটি গুরুদ্বারে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে আসবেন নেত্রী। এরপর আবার হাঁটা শুরু হবে। পার্ক সার্কাস ময়দানে পৌঁছে সেখানকার একটি মসজিদ ও গির্জায় যাবেন তিনি। এছাড়াও শহরের প্রতিটি ধর্মীয় স্থানেই পুজো-প্রার্থনা জানানোর ব্যবস্থা করছেন নেত্রী। পার্ক সার্কাস ময়দানে জমায়েত হয়ে সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সভা মঞ্চে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি থাকবেন না। বরং মঞ্চে সর্বধর্মের মানুষদের দেখা যাবে। এমনকী মিছিলের প্রথম সারিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সর্বধর্মের মানুষদের দেখা যাবে। (এরপর ১২ পাতায়)

প্রধান বিচারপতিকে ফোনে কাটল ধূপগুড়ির জটিলতা

সাবডিভিশনের স্বীকৃতি

প্রতিবেদন : অবশেষে মহকুমার (সাবডিভিশন) মর্যাদা পেল ধূপগুড়ি। কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধূপগুড়িবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সবকিছু এগিয়েও দু-একটি ক্ষেত্রে আইনি জটিলতায় সিদ্ধান্ত ঝুলে ছিল। জট ছাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ফোন করেন। বলেন, আমাদের তরফে সবকাজ সারা। ফাইল আপনার ওখানে আটকে আছে। মানুষ ভাবছে রাজ্য সরকারের গাফিলতিতে আটকে আছে। অনুগ্রহ করে আপনি ফাইল ছেড়ে দিন। এতে কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এরপরই প্রধান বিচারপতি ফাইল ছেড়ে দেন। ধূপগুড়ি মহকুমা মর্যাদা পেতে চলেছে। উল্লেখযোগ্য, ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের (এরপর ১২ পাতায়)

সেরার সেরা

■ সেরার সেরা জাগোবাংলা স্টল। বৃহস্পতিবার বইমেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বইমেলার সেরা স্টল জাগোবাংলা। সংবিধানের আদলে তৈরি স্টলে লোকশিল্পীদের সঙ্গে গলা মেলান, বাদ্যযন্ত্রও বাজান মুখ্যমন্ত্রী।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পৌষ পার্বণ

গোধূলির সোঁদালে সর্ষেখেতে
ভাত ঘুমের গোলাপি দেওয়াল
না পৌষলক্ষ্মীর কুয়াশার ধোঁয়ায়
সন্ধ্যাবেলা মধ্যরাত্রির খেয়াল।

স্বপ্নসিঁড়ির ঘরের চালে
মাটি বিতানের জ্যোৎস্নায় আঁচল
মাতৃমার প্রসন্ন বদনে
পৃথিবীর উঠোন মা এ, সচল।

চাঁদের আলোকে সেজেছে
তাম্রকায় মানুষের দর্পণ
আকাশ সাগরে উড্ডীন তারাদল
মাটিকে করেছে অর্পণ।

সাঁঝবেলার শঙ্খ দিয়া
শীতকাতুরে ধানের গোলায়
উঁকি মারছে, হাসির ঝিলিক
পৌষ রাত্রি মেতেছে খেলায়।

ধানের খেতের কলস্বরে
পিঠে-পুলির আনন্দ প্রতি ঘরে
পৌষপার্বণের পরশ পাথরে
গ্রামের জীবন পূর্ণ করে।

৩টি স্কচ পুরস্কার

■ কলকাতা পুলিশ পেল দুটি স্কচ পুরস্কার। পুলিশ পরিচালিত প্রকল্প প্রণাম এবং সুকন্যা এই পুরস্কার জিতল। অন্যদিকে চা-সুন্দরী আবাস প্রকল্পও পেয়েছে স্কচ পুরস্কার। চা-শ্রমিকদের মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থার কারণেই এই সাফল্য। *(বিস্তারিত ভিতরে)*

সময় বদল

■ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুর সময় বদল হচ্ছে। বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিবৃতি দিলেও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কিছু জানায়নি। উচ্চমাধ্যমিক শুরু ৯.৪৫ মিনিটে। চলবে ১টা পর্যন্ত। মাধ্যমিকেও একইভাবে সময় বদল হবে। *(বিস্তারিত ভিতরে)*

নানা রকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

19 January, 2024 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

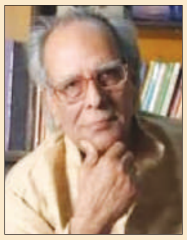

২০১৯ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯) এদিন প্রয়াত হন। দীর্ঘ বর্ণময় জীবনে তাঁর স্মৃতির ঝাঁপিতে জমা ছিল অজস্র হিরে-জহরত! কখনও সেই অর্থে আঁতেল ছিলেন না। তিনি বিশ্বসাহিত্যের পণ্ডিত বা হয়তো রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞও নন। কিন্তু জীবনকে মন্থন করে উঠে আসা বিষামৃতই তাঁর লেখাকে স্মরণীয় করে তুলেছে। অদ্ভুত কবিতাকল্প ভাষা ছিল অতীনের। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সৃষ্টি। এখনও পাঠকমহলে বইটির ভাল কদর। পূর্ববঙ্গের ফেলে আসা জীবন, গ্রাম, জীবন্ত সব চরিত্র অসামান্য কাব্যময়তায় উঠে এসেছে। উদ্বাস্তু জীবনে বাঁচার তাগিদেই জাহাজের চাকরি জুটিয়েছিলেন। জাহাজের খোলে অসহ্য গরমে বয়লারে কয়লা জোগানের কাজ। তখন আর্জেন্টিনা গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে ওঁর প্রেম হয়েছিল। 'অলৌকিক জলযান'-এ সেই জাহাজের জীবনের কথা রয়েছে। ওঁর শেষ উপন্যাস 'পরমেশ্বরী'ও স্মৃতিকথামূলক। সাহিত্য আকাদেমি-সহ একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন।

১৯৭৮ বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা নাটকের অন্যতম 'চর্চিত অথচ বিস্মৃত' চরিত্র। নাটককে তিনি কেবল একটা 'পারফর্ম্যান্স' হিসেবে দেখতেন না। শিল্প বলতে বুঝতেন সমাজ বদলের হাতিয়ার। থিয়েটারকে বুঝতেন গণের নাটক। যা কেবল সাধারণ মানুষের ভাল-মন্দ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা বলবে না। নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষও হয়ে উঠবে সেই গল্পের এক-একজন কুশীলব। দর্শক এবং রঙ্গকর্মী সকলে একত্রে ঢুকে পড়বেন থিয়েটারের অঙ্গনে। তার পরে বিপ্লব ঘটে যাবে। জীবন, রাজনীতি এবং থিয়েটার নিয়ে এ ভাবেই মিলেমিশে ছিলেন বিজন। যাপন-অর্থনীতি-রাজনীতি-পরব— সব নিয়ে মাখামাখি বিজন ভট্টাচার্য নিজেই আসলে একটা থিয়েটার! মোনোলগ। 'নবান্ন'র নাট্যকার তাই আজও ছ্যাঁকা দেন। অভিনয়কে, থিয়েটারকে বোধহয় খুব 'অর্গানাইজড' ভাবে দেখতেও চাননি বিজন। দল গোছাতে চাননি। বরং সংগ্রামের পথটাই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। হয়তো সে-জন্যই মুক্তমঞ্চে নাটক চলাকালীন যখন পায়ে পেরেক ফুটে গিয়েছিল, তিনি অভিনয় বন্ধ করেননি। দুই সিনের মাঝখানে পা থেকে বারও করতে পারেননি পেরেক। পেরেক বেঁধা রক্তাক্ত পায়ে শেষ হয় শেষ অভিনয়। রাতে বাড়ি ফিরে রক্তবমি। দু'বার। পরদিন মৃত্যু।

১৯৩৫ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫-২০২০) এদিন জন্ম নেন। তিনি শুধু বাংলা ছবির মহাতারকা ছিলেন না, ছিলেন অভিনেতা-নাট্যকার-বাচিকশিল্পী-কবি-চিত্রকরও। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজের সুবাদে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সৌমিত্র। তাঁর পরিচালনায় মোট ১৪টি ছবিতে কাজ করেছেন সৌমিত্র। লিজিয়ঁ অব অনার, দাদাসাহেব ফালকে, বঙ্গভূষণ, পদ্মভূষণ এবং জাতীয় স্তরে আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। নাহ্, উত্তমকুমার হয়ে ওঠেননি তিনি। অন্য বহু তারকার মতো টলিউডের কমার্শিয়াল ছবিতে দাপিয়ে কাজ করেছেন এমনও নয়। তাঁর একমাত্র সম্পদ 'অ্যাকাডেমিক ইনটেলিজেন্স'। অভিনয়ে বুদ্ধির সংযত ঝলক। আর সেই হাতিয়ার সম্বল করেই কখনও তিনি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' আবার কখনও সত্যজিৎ রায়ের প্রদোষচন্দ্র মিত্র। 'ময়ূরবাহন' থেকে 'ময়ূরাক্ষী'। 'ক্ষিদ্দা' থেকে 'উদয়ন পণ্ডিত'। বাঙালি তাঁকে ঘিরে সব আশা দু'হাত ভরে মিটিয়েছে।

১৯২৭ স্যার ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু (১৮৫০-১৯২৭) এদিন প্রয়াত হন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে ক্যাম্বেল হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হন। মূলত তাঁর চেষ্টায় বাঙলায় পশুচিকিৎসা কলেজ স্থাপিত হয়। ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল। ভারতীয় ডাক্তারদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্যার উপাধি পান।

১৯০৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এদিন পরলোক গমন করেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক। রবীন্দ্রনাথের বাবা। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু'শো বছর আগে বাজারে প্রায় এক কোটি টাকা দেনা রেখে মারা গেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ। সম্পত্তি ছিল চল্লিশ লক্ষ টাকার। এই চল্লিশের মধ্যে তিন লাখের সম্পত্তি রেখে বাকি সবটাই বিক্রি করে দেন দেবেন্দ্রনাথ এবং ওই বাকি তিনলাখ থেকে পরের প্রায় চল্লিশ বছরে সুদে-আসলে বাকি ঋণ শোধ করেন দ্বারকানাথের দায়িত্ববান জ্যেষ্ঠপুত্র। পূজা-পার্বণাদি বন্ধ করে 'মাঘ উৎসব', 'নববর্ষ', 'দীক্ষা দিন' ইত্যাদি উৎসব প্রবর্তন করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি বীরভূমের ভুবনডাঙা নামে একটি বিশাল ভূখণ্ড ক্রয় করে আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমই আজকের বিখ্যাত শান্তিনিকেতন।

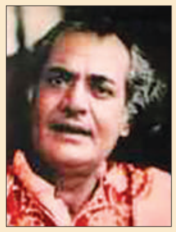

১৯৯২ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৯২৯-১৯৯২) প্রয়াণদিবস। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ও সুরকার। নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, পল্লিগীতি, আধুনিক, পুরাতনী, সব রকম গানেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে বেতারে গান গাইতেন। প্রথম প্লেব্যাক 'নবজন্ম' ছবিতে। সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ ১৯৫০-এ ' 'চাঁপাডাঙার বউ' ছবিতে। ১৯৭০-এ বিএফজে পুরস্কার পান।

পার্টির কর্মসূচি

নকশালবাড়ি ব্লক ২-এর তিরহানা চা-বাগানের গুনতি মোড়ে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে পাট্টা, পিএফ ও গ্র্যাচুইটি-সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সভাপতি বীরসিং সাবের, সম্পাদক সকল সাবের, নবীন দীপ, রাজেন্দ্র রাউতিয়া-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯০৮

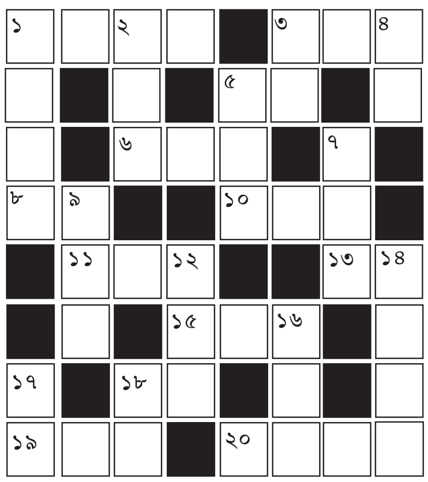

পাশাপাশি : ১. সরকারি অর্থসাহায্য ৩. মস্তিষ্ক ৫. 'আজি হতে—বর্ষ পরে' ৬. মারকুটে, জঙ্গি ৮. কচুর লতি ১০. নং ১১. পাশ, প্রান্ত ১৩. ধনুক ১৫. বনের রাজা ১৮. শানপাথর ১৯. এর ঘোড়ারোগ! ২০. কাছাকাছি, চারদিক।

উপর-নিচ : ১. উপলব্ধি ২. পেশ, উপস্থাপিত ৩. সম্মতি ৪. স্ত্রী, পত্নী ৫. পাখিবিশেষ, গৃধ্র ৭. ব্যয় ৯. অন্য, অপর ১২. জীবাশ্ম ১৪. পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ১৬. সন্ধান, খোঁজ ১৭. অঙ্কের বাটোয়ারা করা চাই ১৮. শম্ভু।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯০৭ : পাশাপাশি : ১. অভ্যাস ৪. মালগুজার ৬. চলন ৭. নবতম ৯. তাগড়াই ১.২ পরিখা ১৩. জনাপবাদ ১৪. কলপ **উপরনিচ :** ১. অবিচলিতা ২. সমান ৩. আগুয়ান ৫. রসিত ৮. মনখারাপ ১০. গরজ ১১. ইচ্ছাপত্র ১২. পদক।

১৮ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৭৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৫৯৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭১২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.২৪	৮৩.০১
ইউরো	৯২.২২	৮৯.৯৯
পাউন্ড	১০৬.৭১	১০৬.১৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শিল্পা শেঠি

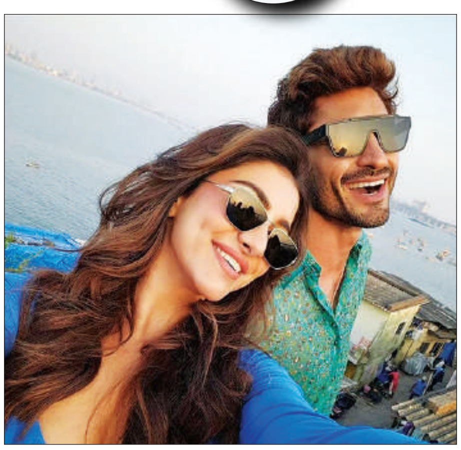

■ রুক্মিণী সঙ্গে বিদ্যুৎ

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।

সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

‘জাগোবাংলা জাগো/ নব কলবরে জাগো/ সার্থক হও মাগো/পরিপূর্ণতায় জাগো’

■ বইমেলায় জাগোবাংলার স্টলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।

থিম সংবিধান, প্রথম দিনেই নজর কাড়ল জাগোবাংলা-র স্টল

প্রতিবেদন : বইমেলায় জাগোবাংলা স্টলই সব থেকে সেরা। সংবিধানকে কেন্দ্র করে স্টল সাজিয়েছে জাগোবাংলা। জাগোবাংলার স্টল ঘুরে দেখার পর একান্ত আলাপচারিতায় এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বইমেলার উদ্বোধন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বেশকিছু স্টল ঘুরে দেখার পর জানান জাগোবাংলার স্টলই সেরা। ৪৭তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় স্বমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকশিল্পীদের সঙ্গে এদিন সঙ্গত দেন মুখ্যমন্ত্রী। ঢাক বাজান। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার প্রথম দিনেই জমজমাট সল্টলেকের বইমেলা।

সেন্ট্রাল পার্কে হাজির হয়েই মমতা ঘুরে দেখেন বিভিন্ন স্টল। যান পর্যটন দফতর, পুলিশ-সহ বিভিন্ন স্টলে। চলে যান ‘জাগোবাংলা’র স্টলেও। এবার ভারতীয় সংবিধানের আদলে তৈরি হয়েছে তৃণমূলের মুখপত্র ‘জাগোবাংলা’র স্টলটি। প্রদীপ জ্বালিয়ে ফিতে কেটে জাগোবাংলা স্টলের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রিয় ‘দিদি’কে কাছে পেয়ে আপ্লুত শিল্পীরাও। এদিন জাগোবাংলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেন। তাঁর কবিতা: জাগোবাংলা জাগো/ নব কলেবরে জাগো/ সার্থক হও মাগো/ পরিপূর্ণতায় জাগো।

মানবিক মুখ্যমন্ত্রী কম্বল তুলে দিলেন সাফাইকর্মীদের হাতে

■ নবান্ন যাওয়ার পথে সাফাইকর্মীদের কম্বল তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : আবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক মুখ দেখল তিলোত্তমা। গরিব-দীনহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তাঁর সেই চিরাচরিত আবেগ ধরা পড়ল বৃহস্পতিবারও। মেঘলা হলেও এদিন শীতের কামড় ছিল মহানগরীতে। সকালে নবান্নে যাওয়ার পথে রাস্তায় সাফাইকর্মীদের দেখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরাবরই প্রান্তিক মানুষের পাশে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাড়ি থেকে নেমে ওই গরিব মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আন্তরিকতায় আপ্লুত সাফাইকর্মীরা। এরপর এই নিয়ে নিজের ফেসবুক পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, প্রতিদিনের মতো, আজও বাড়ি থেকে নবান্ন যাওয়ার পথে সাফাইকর্মীদের দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল। এই শীতের দিনে তাদের জীবনযাপন আমাকে ভাবায়, আমার হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করে। তারা আমার এই শহর তথা রাজ্যকে পরিষ্কার রাখে। তাই আজ, নবান্ন যাওয়ার সময় সেই সব মানুষের হাতে তুলে দিলাম কম্বল। আমার নিজের সাধ্যমতো সর্বদা সকল মানুষের পাশে থাকতে আমি বদ্ধপরিকর। আমার রাজ্যের যে-কোনও প্রান্তে কোনও একজন মানুষও যদি দুঃখে-কষ্টে থাকে, তাহলে তা আমার কাছে সমান বেদনাদায়ক। জনসেবা করার জন্যই নিজের গোটা জীবনকে সঁপে দিয়েছি গণদেবতার স্বার্থে। তাঁরা ভাল থাকলেই আমার ভাল থাকা। আপনারা সকলে ভাল থাকুন এবং সুস্থ থাকুন। ৭ বারের সাংসদ, তিনবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তাঁর অত্যন্ত সরল জীবনযাপন সারা দেশের মধ্যে একটা উদাহরণ।

গুজরাতি ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীর বই

প্রতিবেদন : মোদির রাজ্যেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুমুল জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হল আরও একবার। তাঁর লেখা বইয়ের প্রতিও ক্রমশই আকর্ষণ এবং কৌতূহল বাড়ছে গুজরাতের মানুষের। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন গুজরাতি সমাজ। তাঁদের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বই চাওয়া হয়েছে গুজরাতি ভাষায় অনুবাদের জন্য। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সম্মতিও দিয়ে দিয়েছেন। নিজেই সেই খবর জানিয়ে বলেন, গুজরাতিদের আমি খুব ভালবাসি। ওরা আমার বইগুলো ছাপাবে বলেছে। করুক। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কেমছো? ওরা বলল মাজামা ছে! আমার খুব ভাল লেগেছে।

এবার বইমেলায় প্রকাশিত হল মুখ্যমন্ত্রীর সাতটি বই

প্রতিবেদন : এবারেও মুখ্যমন্ত্রীর সৃজনশীলতার সাক্ষী হল কলকাতা বইমেলা। বইমেলায় এবারে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৭। সবমিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১৪৩। সামনের বছরের বইমেলায় এই সংখ্যাটা দাঁড়াবে ১৫০। এদিনই মোট ৭টি বই প্রকাশিত হল জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, এপর্যন্ত ১৪৩টি বই প্রকাশ হল তাঁর। সামনের বার আরও ৭টি বই লিখে দেবেন। তাতেই মোট সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে যাবে। কলকাতা বইমেলা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইমেলা হবে। এই আশা সামনে রেখে এদিন বইমেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর লেখা সাতটি বইও এদিন প্রকাশিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ১৯৯৫ সাল থেকে আমার বই বেরোয়। আমার প্রথম বই ‘উপলব্ধি’। আজকের হিসেব ধরলে আমার মোট বই ১৪৩টি। আগামী বছর আরও সাতটি বই লিখব বইমেলার আগে। তাতেই ১৫০ হয়ে যাবে বইয়ের সংখ্যা। এদিন প্রকাশিত ৭টি বইয়ের মধ্যে ৫টিরই প্রকাশক দে’জ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর বইগুলি সংগ্রহ করতে তুমুল উদ্দীপনা দেখা দেয় বইপ্রেমীদের মধ্যে।

ভাল কাজে পদোন্নতি, গাফিলতিতে জরিমানা

প্রতিবেদন : ভাল কাজ করলে পদোন্নতি, কাজ ঠিকঠাক না হলে, গাফিলতি থাকলে জরিমানা। রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রতি স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য ও জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে বুধবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, পরিষেবা আটকে রাখার অভিযোগ উঠলে সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার একান্ত আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী আবার মনে করিয়ে দিলেন, জনগণের পরিষেবার প্রশ্নে কোনও আপস নয়। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শীর্ষ আমলাদের বলেছেন, নিয়ম রয়েছে কোনও সরকারি কর্মীর জন্য সাধারণ মানুষের পরিষেবা পেতে একদিন দেরি হলে তাঁর বেতন থেকে ২৫০ টাকা কেটে নেওয়া যাবে। অন্যান্য

মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা

রাজ্যেও এই নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এখানে এখনও পর্যন্ত রাজ্য তা কার্যকর করেনি। এবার কঠোর ভাবে তা কার্যকর করা হোক। দুর্নীতিতে জড়ালেও রেহাই পাবেন না সরকারি আধিকারিকরা। এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের প্রশংসাও করা হবে। প্রয়োজনে তাঁদের দ্রুত পদোন্নতিরও ব্যবস্থা করা হবে। মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই যে রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকার তা বুঝিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মানুষের কাজ চালু রাখতে দরকারে শনি-রবিবারও কাজ করতে হবে। আগে কাজ, পরে ছুটি। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিভাগীয় সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে কড়া মনোভাব দেখান মুখ্যমন্ত্রী। বুধবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে কার্যত অফিসারদের হুঁশিয়ারি দিলেও, যাঁরা মনযোগ দিয়ে কাজ করবেন তাঁদের প্রতি যে রাজ্য সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে সেকথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 January, 2024 • friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পৃথিবীশ্রেষ্ঠ

শুরু হল কলকাতা বইমেলা। ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা আক্ষরিক অর্থেই যেকোনও আন্তর্জাতিক বইমেলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী সঠিক অর্থেই বলেছেন, এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইমেলা। কেন? এই মেলায় স্টলের সংখ্যা থেকে শুরু করে বৈচিত্র এবং বইপ্রেমীদের যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখা যায়, তা কার্যত বিরল। ই-বইয়ের যুগে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকার এই যে ইচ্ছা পাঠকদের তা দেশ-বিদেশের উদাহরণ ঘাঁটলে দেখা যাবে তা সত্যিই ব্যতিক্রম। বই পড়া নিশ্চিতভাবে একটি অভ্যাসের ব্যাপার। এই অভ্যাস ক্রমশ কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে। আমাদের এই দেশ যে তার ব্যতিক্রম হবে, সেরকম ভাবাটা ভুল। কিন্তু বই পড়ার অভ্যাস তৈরির পিছনে সরকারেরও একটি ভূমিকা থেকে যায়। এক্ষেত্রে বাংলার সরকার যে অন্য রাজ্য সরকারের চেয়ে আলাদা তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। যে বইমেলা ছিল আয়তনে ছোট, তা বেড়েছে। স্টলের সংখ্যা বেড়েছে প্রতিটি বইমেলায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন। বিভিন্ন বিদেশের সঙ্গে সংযোগ বেড়েছে। থিম কান্ট্রি যে দেশ হয় তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বেড়েছে। দেশ-বিদেশে এখন কলকাতা বইমেলার কথা ঘুরেফিরে আসে। বিদেশিরা এসেও স্বীকার করে নেন, এ এক অভূতপূর্ব বইপ্রেমীদের মিলনমেলা। দেশ তো বটেই, পৃথিবীর অন্য দেশে এমন বইমেলা সত্যিই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নিশ্চিতভাবে এই অসময়ে কলকাতা বইমেলা শ্রেষ্ঠতম বইমেলার তকমা পাওয়ার প্রধান দাবিদার।

e-mail থেকে চিঠি

ওরা কী চাইছে?

একটা বাচ্চা ছেলেও ভালমতোই জানে, জল আর জলপাই, আলু আর আলুবখরা, বর আর বরকন্দাজ কিংবা মাছ আর মাছরাঙা এক নয়। অথচ কী আশ্চর্য! নীতি আয়োগের কর্তাদের জানা নেই, দারিদ্রের হার আর বহুমাত্রিক দারিদ্রসূচক (মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইন্ডেক্স) এক নয়। প্রথমটি মাপে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা— বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যেটুকু খরচ করা প্রয়োজন, সেই সামর্থ্য কত জনের নেই; বিভিন্ন পরিষেবা জনসংখ্যার কত শতংশের কাছে পৌঁছচ্ছে না, দ্বিতীয় সূচকটি তার পরিমাপ জানায়। উন্নয়নের ছবিটি বোঝার জন্য দু'টি সূচকই জরুরি। নীতি আয়োগ জানিয়েছে যে, ২০০৫-'০৬ সালের ২৯.১৭ শতাংশের তুলনায় ২০২২-২৩'এ বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক কমে দাঁড়িয়েছে ১১.২৮ শতাংশে। হিসাবটিতে ব্যবহার করা হয়েছে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা ৩ থেকে ৫-এর পরিসংখ্যান। দারিদ্রের পরিমাপ করার জন্য পারিবারিক ভোগব্যয়ের হিসাব ব্যবহৃত হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কেন এমন করা হল? উত্তরটা মোটেও কঠিন নয়। সোজা কথা, কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিসংখ্যান জনসমক্ষে আনতে চায় না। তাই এই কাণ্ড। ২০১৭-১৮ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার করা ভোগব্যয় সমীক্ষার ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। তাতে প্রকৃত ভোগব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে দেখা যেতেই সরকারের এ-হেন সিদ্ধান্ত। পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে এবং জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ব্যবহার করে, ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তনের গতি হিসাব করে দারিদ্রের অনুপাত মাপার চেষ্টা করেছেন মৈত্রীশ ঘটক ও ঋষভ কুমার। সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ভারতে দারিদ্রের অনুপাত কম-বেশি ২০ শতাংশের কাছাকাছি। তেন্ডুলকর কমিশনের হিসাব থেকেও যে অনুমানে পৌঁছনো যায়, তা এই সংখ্যাটিরই নিকটবর্তী। অর্থাৎ, ভারতে ২০১১-১২ সাল থেকে দারিদ্র কমেনি। এবং, এই হিসাব বলছে, ভারতে বহুস্তরীয় দারিদ্রসূচক দাঁড়িয়ে আছে ১৭-২৭ শতাংশের ঘরে। নীতি আয়োগ যে হিসাব দিচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি। নীতি আয়োগের গবেষণাপত্র প্রকাশের সময় এবং তার ভাষার চলন দেখে অনুমান করা যায় যে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের চেয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকেই তাদের লক্ষ্য। অর্থব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন গোত্রের চাতুর্যের সাহায্য নিতে হচ্ছে কারণ, গত দশ বছরে এ-দেশে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী, কর্মসংস্থানের অবস্থা ভয়াবহ। কৃষি থেকে শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের গতি কার্যত স্তব্ধ। ফলে, ভারতে যে আর্থিক বৃদ্ধি ঘটেছে, তার অসমতা সম্ভবত মোদি বাহিনীকেও ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। তাই এত ছলচাতুরি, মিথ্যে বুলির ফুলঝুরি। এসব আড়াল করবে বলেই তো রাম মন্দির নিয়ে উন্মাদনা তৈরিতে ব্যস্ত ওরা। ওদের একটা ভোটও দেবেন না। ওদের বিদায় বাজনা বাঁচান। দেশটাকে বাঁচান। — **অভিষেক চন্দ, জেএনইউ, নয়াদিল্লি**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

No vote to BJP
বিজেপিকে ভোট নয়

রাজনীতি ও প্রশাসনে মোদিজির স্বৈরতান্ত্রিক কারবার নিয়ে দেশবাসী অতিষ্ঠ। রামমন্দির নিয়ে অতিষ্ঠ সাধুরাও। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

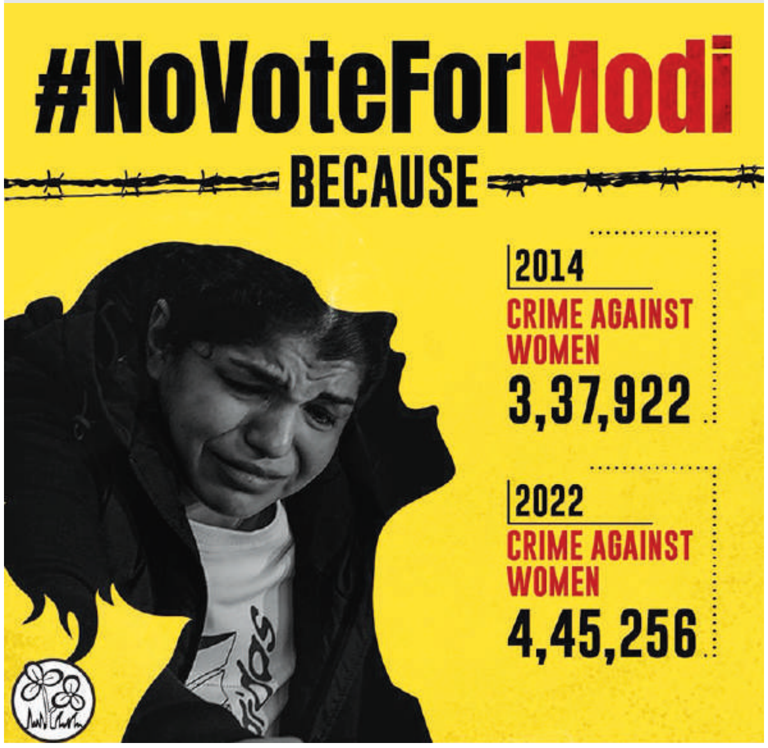

বছরে তো ৩৬৫ দিন আছে। তা হলে, বেছে বেছে ঠিক এই সময়েই কেন অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে? এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, মন্দির উদ্বোধনের পরই লোকসভার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মোদির শাসনে দেশে গণতন্ত্র বিপন্নপ্রায়। জলাঞ্জলি গিয়েছে একের পর এক জনস্বার্থ। একদিকে ধনিক শ্রেণির আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে এবং অন্যদিকে গরিব হচ্ছে আরও গরিব। বিলুপ্তির প্রহর গুনছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সব মিলিয়ে মোদি সরকারের মুখ লুকনোর কথা। সাধারণ নির্বাচনের আগে এই চরম ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য নতুন করে হিন্দু ভাবাবেগে দেশকে ভাসাতে মরিয়া শাসক শ্রেণি। তাই রামমন্দির উদ্বোধন নিঃসন্দেহে আরএসএসের অ্যাজেন্ডা এবং বিজেপির একান্ত রাজনৈতিক অনুষ্ঠান।

বিজেপির টলোমলো আসন চাঙ্গা করে তুলতে মোদিকে সামনে রেখে ধর্মীয় মেরুকরণের রাস্তাটিকেই চওড়া করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। তার জন্য ভরসা উগ্র হিন্দুত্বের আরও বিস্তার। আর সেটা করতে গিয়ে সনাতন ধর্মের বহুমান্য অভিভাবকদের এমন রোষের মুখে পড়তে হবে, সম্ভবত কল্পনাও করতে পারেননি মোদি ও তাঁর ভক্তকুল।

> যেসব সাফাইকর্মীর জন্যই শহর কলকাতা এবং গোটা রাজ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তাঁদের শীতার্ত দশা কাটাতে এগিয়ে এলেন তিনি

নরেন্দ্র মোদি একজন রাজনীতির কারবারি ও রাষ্ট্রনায়ক। তিনি কেন এমন একটি ভূমিকায় নামছেন তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছে সনাতন সাধুসমাজ। রাজনীতি ও প্রশাসনে মোদিজির স্বৈরতান্ত্রিক কারবার নিয়ে দেশবাসী অতিষ্ঠ। স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতীর বক্তব্য, এমন 'দাদাগিরি' ধর্মীয় ক্ষেত্রেও করাটা ঠিক নয়। একে মন্দির এখনও অসম্পূর্ণ, তার উপর সেখানে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে চলেছে একজন অব্রাহ্মণ সন্তানের হাত দিয়ে! নির্দিষ্ট সেবায়েত ছাড়া অন্য কারও ভগবান রামচন্দ্রকে স্পর্শ করার অধিকার নেই। গর্ভগৃহে কেবলমাত্র সেবায়েতেরই যাওয়া উচিত। কিন্তু সংবিধান মেনে যাঁর দেশশাসন করাই ব্রত হওয়া দরকার, তিনি ভোটের আগে আত্মপ্রচারের মোহে স্বয়ং 'ভগবানের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ' করে বসেছেন! ব্যাপারটাকে, নিজেকেই (প্রধানমন্ত্রী) হনুমানের গদা বানিয়ে ফেলার শামিল হিসেবেই দেখছেন পুরীর শঙ্করাচার্য। এই 'অশাস্ত্রীয়' দুর্ভাগ্যজনক কাজের ভিতরে ভবিষ্যৎ ধ্বংসের ইঙ্গিতই পাচ্ছেন তিনি। অন্য তিন পীঠের শঙ্করাচার্যরা পুরী পীঠের মতো চাঁছাছোলা ভাষায় প্রকাশ্যে সরব না-হয়েও কতখানি ক্ষুব্ধ তাঁরা, তা গোপন করেননি।

এজন্যই শুরু হয়েছে অনুষ্ঠানের শাস্ত্রসম্মত পবিত্রতা রক্ষার প্রমাণ দেওয়ার পর্ব। মন্দির উদ্বোধনের আগে কঠোর 'তপস্যা' শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। সেই তপস্যায় তিনি শরিক করতে চান দেশের বণিক মহলকেও। মোদির আর্জির প্রেক্ষিতেই এবার কার্যত 'ফতোয়া' জারি করেছে দেশের বৃহত্তম ব্যবসায়ী সংগঠন— পালন করুন ব্রহ্মচর্য ব্রত। কনফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে মোট ১২ দফা নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম মাটিতে শয্যা এবং দিনে তিনবার স্নান! মাটিতে শয্যা, ব্রহ্মচর্য ও নীরবতা পালন, গুরুসেবা, দিনে তিনবার স্নান, দ্বিচারিতা ও হিংসা বর্জন, সাত্ত্বিক আহার, রোজ দানধ্যান, ধর্মগ্রন্থপাঠ, নিত্যপূজার্চনা, ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ভগবানের নাম জপ অর্থাৎ, রামকীর্তন ও হনুমান চালিশা পাঠ, এসব তো চলছেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান শাসক দলের রাজনৈতিক স্বপ্নপূরণের পাল্লায় পড়ে সেই সাংবিধানিক অধিকার গোল্লায় যাচ্ছে না কি?

দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন শাস্ত্রসম্মত বিধি ভঙ্গ করে আত্মপ্রচার করতে বুঁদ, তখনই ভিন্ন দৃশ্য এ-রাজ্যে।

প্রবল শীতে জবুথবু বাংলা। কিন্তু সাফাইকর্মীদের ঘরে থাকার জো নেই। এর মধ্যেও জলে হাত ভিজিয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের। সেই সাফাইকর্মীদের জীবনযাপন তাঁকে ভাবায়— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবার কালীঘাটের বাড়ি থেকে নবান্নে যাওয়ার পথে সাফাইকর্মীদের হাতে তিনি তুলে দেন কম্বল।

নিজের কোনও পরিবার নেই। মানুষের পরিবারই তাঁর পরিবার। যে-কোনও মন্দিরে পুজো দিতে গেলে তাঁর গোত্র জিজ্ঞেস করলে জননেত্রী জবাব দেন, 'মা, মাটি, মানুষ'। জনসেবা করার জন্যই নিজের গোটা জীবন সঁপে দিয়েছেন গণদেবতার স্বার্থে। তাঁরা ভাল থাকলেই তাঁর ভাল থাকা। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরের সময়ে দেখেছিলেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খালি পায়ে স্কুলে যাচ্ছে। তার পরেই সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জুতো দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। আর এদিন যেসব সাফাইকর্মীর জন্যই শহর কলকাতা এবং গোটা রাজ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাঁদের শীতার্ত দশা কাটাতে এগিয়ে এলেন তিনি।

জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। সেই ভাবধারার অনবদ্য প্রতিভূ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোদিজিদের সঙ্গে তফাত ছিল, তফাত আছে, তফাত থাকবেই।

নারী-বিদ্বেষী ধর্মনাশী এই মোদিময় বিজেপিকে একটা ভোটও নয়।

জল সরবরাহের পাইপ লাইনে মেরামতির জন্য শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে পরদিন রবিবার ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত হাওড়া শহরে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। রবিবার সকাল ৬টা থেকে স্বাভাবিক হবে পরিষেবা

সেরা হল কলকাতা পুলিশের দুটি ও আবাসন দফতরের একটি প্রকল্প

একসঙ্গে তিন স্কচ পুরস্কার এল বাংলায়

প্রতিবেদন : বিজেপির টানা অপপ্রচারের মাঝেও বাংলার গৌরবের মুকুটে নতুন পালক। রাজধানী দিল্লির বুকে দাঁড়িয়ে সেরার সেরা পুরস্কার নেবে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশ পরিচালিত দুটি প্রকল্পে অসাধারণ সাফল্যের কারণেই এবার এই স্কচ পুরস্কার। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চা সুন্দরী আবাস প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্পও এবার এই অ্যাওয়ার্ড পেতে চলেছে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, দেশের আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের পাশে এভাবে দাঁড়িয়ে তাঁদের মাথায় ছাদের ব্যবস্থা করেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্প দেশের সেরা হল। এর আগে রাজ্য সরকারের নানা প্রকল্প একাধিক স্কচ পুরস্কার পেয়েছে। কলকাতা পুলিশের ক্ষেত্রে এই প্রথম প্রাপ্তি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই প্রকল্প শুরু করেছিল কলকাতা পুলিশ। আরও সমাজবন্ধু ও মানবিক হওয়ার লক্ষ্যেই প্রকল্প শুরু।

কলকাতা পুলিশের দু'টি প্রকল্প প্রণাম ও সুকন্যা। এই দুটি প্রকল্পই স্কচ পুরস্কারের সম্মান পাচ্ছে। প্রণাম

প্রকল্পটি বয়স্কদের কেন্দ্র করে। যেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বাড়িতে একা থাকেন তাঁদের পাশে থাকার প্রকল্প সম্মান।

তিনটি স্কচ অ্যাওয়ার্ড

- প্রণাম (কলকাতা পুলিশ)
- সুকন্যা (কলকাতা পুলিশ)
- চা সুন্দরী (আবাসন দফতর)

একা থাকা মানুষের পাশে থাকে পুলিশ। ইতিমধ্যে শহর কলকাতায় প্রায় ২৪ হাজার বয়স্কর পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ। একদিকে নিরাপত্তা দেওয়া, অন্যদিকে যে কোনও দরকারে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে মহিলাদের সুরক্ষা ও নারীশক্তির উত্থানের কথা মাথায় রেখে সুকন্যা প্রকল্প তৈরি। ২০১৪ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি স্কুল ছাত্রী মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। পড়ুয়াদের মধ্যে এই প্রকল্পে আগ্রহ প্রতিদিন বাড়ছে। নিঃসন্দেহে এই প্রকল্প কলকাতা পুলিশের মর্যাদা শুধু বাড়িয়েছে তাই নয়, বাংলার এই প্রকল্প দেশে কার্যত বিরল। বহু রাজ্য এই প্রকল্প এখন অন্য নামে নকল করছে। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে কলকাতা পুলিশের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

পুরসভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, জানাল হকার সংগঠন

প্রতিবেদন : মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের সঙ্গে দেখা করল নিউমার্কেটের হকারদের সংগঠন। পুরসভার নির্দিষ্ট করে দেওয়া নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার কথা জানাল তাঁরা। বৃহস্পতিবার স্থায়ী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্ররোচনার অভিযোগ তুলে মিছিল করে নিউমার্কেটের সম্মিলিত হকার সংগঠন জয়েন্ট হকার ফোরাম। হকার পুনর্বাসন বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের সঙ্গেও দেখা করেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

কলকাতা পুরসভায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেবাশিস কুমার জানান, ওঁরা আমার সঙ্গে দেখা করে পুরসভার নিয়ম মেনে চলার কথা জানিয়েছে। পুরসভাও ওঁদের পাশে রয়েছে। এদিন দেবাশিস কুমারের সঙ্গে দেখা করেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সাক্ষাৎ শেষে ফোরামের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, আমরা আমাদের কথা জানিয়েছি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন পাশে থাকার। উনি যা করবেন, সেটাই আমরা মেনে চলব। মেয়র পারিষদ বলেন, হকাররা স্থায়ী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পাল্টা ফুটপাথে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার অভিযোগ তুলেছেন। আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখব, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেব।

দু'ঘণ্টা এগোল মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের সময়

প্রতিবেদন : দিন অপরিবর্তিত রেখেই সময়ের পরিবর্তন হল মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার। বৃহস্পতিবার, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, পরীক্ষা শুরুর সময়ে বদল আনা হচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় এগিয়ে আনা হয়েছে।

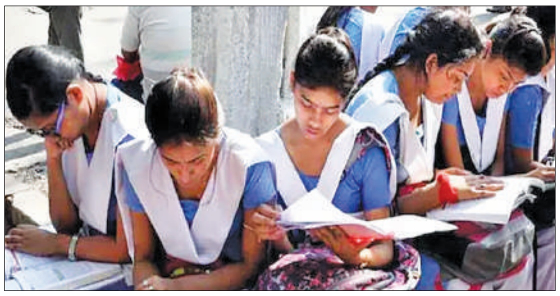

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, ২৯ নভেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সেখানে বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে। সেখান থেকেই এই সময় বদলের ভাবনা। সময় বদলানোর পেছনে মূল কারণ হিসেবে পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, মূলত যানজটের সমস্যা এড়াতেই সময় এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ছাড়াও দেখা গিয়েছে তিনটের সময় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষার্থীদের পরের দিনের প্রস্তুতি নিতে সমস্যা হয় তারা বাড়ি গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেই কারণে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে বিশ্রাম নিয়ে তারা আবার পরের দিনের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারবে।

এবারে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সকাল আটটার মধ্যে স্কুলে ঢুকতে হবে। সাড়ে আটটা থেকে পরীক্ষার্থীরা ঢুকতে পারবে। ৯ টা ১৫

দিন অপরিবর্তিত

নাগাদ মুখবন্ধ খামে প্রশ্ন যাবে পরিদর্শকদের কাছে। ৯টা ৩৫ মিনিটে হলে ঢুকবেন পরিদর্শকরা। এরপর সবার সামনে ৯টা ৪৫-এ প্রশ্ন খুলে তা পরীক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হবে। ৯টা ৫৫ মিনিটে খাতা দেওয়া হবে, দশটা থেকে লেখা শুরু করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর উচ্চমাধ্যমিক শুরু ১৭ ফেব্রুয়ারি। শেষ ২৯ ফেব্রুয়ারি। এই সূচিতে কোনও বদল আনা হচ্ছে না। সংসদ আগে জানিয়েছিল বেলা ১২টা থেকে শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিক। চলবে দুপুর সওয়া তিনটে পর্যন্ত। নতুন বিবৃতিতে জানিয়েছে, পরীক্ষার সময় সওয়া ২ ঘণ্টা এগিয়ে আনা হচ্ছে। শুরু হবে সকাল ৯টা ৪৫-এ। চলবে দুপুর ১টা পর্যন্ত। একইভাবে, মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ও ২ ঘণ্টা এগিয়ে আনা হচ্ছে। বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের বদলে শুরু হবে ৯টা ৪৫-এ। চলবে দুপুর ১টা পর্যন্ত। আগামী সোমবার অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বিলি করা হবে বলে জানিয়েছে পর্ষদ। সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও বেসরকারি স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা বা টিচার ইনচার্জকে ওই দিন অ্যাডমিট কার্ড নির্দিষ্ট ক্যাম্প অফিস থেকে নিতে বলা হয়েছে।

আয় বাড়াতে নতুন উদ্যোগ জেলা পরিষদের

পড়ে থাকা জমি উদ্ধার করে লাগানো হবে কাজে

সংবাদদাতা, বারাসত : নিজস্ব সম্পত্তি উদ্ধার করে আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের জমি উদ্ধার করে মানুষের জন্য ব্যবহার করা হবে। তার মাধ্যমে হবে আয়। এই মর্মে সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে জেলা পরিষদ একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে। সম্প্রতি জেলা পরিষদের সম্পত্তি রক্ষা কমিটির বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান সভাধিপতি। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা নানা অজুহাতে আটকে রেখেছে। রাজ্যের হকের টাকা দিচ্ছে না। অর্থ সংকটের মধ্যেই রাজ্যের উন্নয়ন

চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকার। সেই পরিস্থিতিতে মানুষের কল্যাণে জেলার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে জেলা পরিষদ নয়া উদ্যোগ নিল। সম্পত্তি উদ্ধার করে আয় বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হল। নারায়ণ গোস্বামী বলেন, অশোকনগর বনবনিয়াতে জেলা পরিষদের ১৫ বিঘা জমি আছে রাস্তার ধারে। এছাড়াও বারাকপুর ২ নম্বর ব্লকের মোহনপুর দিঘিরপাড় এলাকায় পুকুর-সহ ১৮ বিঘে জমি আছে জেলা পরিষদের। এই দুই জমিতে বিনোদন পার্ক, অত্যাধুনিক কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। বসিরহাট সুপার মার্কেট পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সেটি ভেঙে ৪ তালা কমপ্লেক্স বানাবে জেলা পরিষদ। নীচের তলায় দোকানঘর হবে। দুই তলায় হবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কমিউনিটি হল। উপরের দু'টি তালায় হবে অত্যাধুনিক অনুষ্ঠান গৃহ।

কৃষকদের সতর্ক করল কৃষি দফতর

প্রতিবেদন : প্রচণ্ড শীতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বোরো ধানের চাষ। এই সমস্যা সমাধানে কৃষি দফতর থেকে কৃষকদের সতর্ক করে একটি অ্যাডভাইসরি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত ঠান্ডায় ধানের পাতা লালচে হয়ে যায়। বীজতলায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে ধানের চারা। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান,

ঠান্ডায় ক্ষতিগ্রস্ত বোরো ধানের চাষ

প্রতিকারের জন্য সাদা পলিথিন দিয়ে সন্ধেবেলায় বীজতলা ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে গাইডলাইন মেনে বীজতলায় সার, অণুখাদ্য এবং কীটনাশক স্প্রে করার কথাও বলা হয়েছে। ধানের চারায় জমে থাকা শিশির ফেলে দিতে হবে। আরও বলা হয়েছে আলু চাষের নাবি ধসা রুখতে ছত্রাকনাশক রাসায়নিক প্রয়োগ করতে হবে।

বাম আমলের কুকীর্তির পরিণতি

সংবাদদাতা, হুগলি : বাম আমলের কুকীর্তির পরিণতি, দুর্নীতির ফসল। প্রাথমিক স্কুলের চাকরির নিয়োগপত্র পেলেন হুগলির ষাটোর্ধ্ব ৬৬ জন। এদিকে এই নিয়োগপত্র পাওয়ার আগেই মৃত্যু হয়েছে চারজনের। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশ মেনেই তাঁরা এই নিয়োগপত্র পাঠিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের কিছুই করার নেই। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ২০ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রায় দেয় নিয়োগপত্র দেওয়ার। সেই মতো ৬৬ জনের নিয়োগপত্র ছাড়া হয়, যাঁরা ২০১৪ সালের ৮ অগাস্ট থেকে এফেক্ট পাবেন। উল্লেখযোগ্য হল ১৯৮৩ সালে জ্যোতি বসুর জমানায় এই কুকীর্তিটি হয়।

পর্ণশ্রীতে যুবকের রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : বেহালার পর্ণশ্রী থানার একটি বহুতলের ফ্ল্যাট থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃত যুবকের নাম অনীক সাহা। বয়স ৩২ বছর। আদতে হাওড়ার লিলুয়ার বাসিন্দা অনীক গত কয়েক বছর ধরে পর্ণশ্রীর ওই ফ্ল্যাটে লিভ ইন পার্টনার রিম্পা চক্রবর্তীর সঙ্গে থাকতেন। কিছুদিন আগে তাঁদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। অনীকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও জানিয়েছিলেন রিম্পা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এক পথকুকুরকে নিয়ে জেরবার গ্রামবাসীরা। ২৪ ঘণ্টায় ৬০ জন গ্রামবাসীকে কামড়েছে ওই কুকুরটি। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দাদের

কথা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, গড়ে উঠবে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল

দেবী শেঠিকে রাজারহাটে জমি দিল রাজ্য

প্রতিবেদন : বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে রাজ্যের বুকে নতুন সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরির ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দেবী শেঠি। তখনই রাজ্য সরকারের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল জমি দেওয়ার। এবার এই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন হতে চলেছে। কারণ রাজ্য সরকারের তরফে হাসপাতাল তৈরির জন্য বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারের কাছে জমি দেওয়া হল ডাঃ দেবী শেঠির সংস্থা নারায়ণা হৃদয়ালয়া'কে। এদিকে একদা কলকাতায় ইএম বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতাল ছিল ডাঃ দেবী শেঠির। বাংলা ছেড়ে তিনি এখন কর্নাটকে তৈরি করেছেন নারায়ণা হৃদয়ালয়ার মতো হাসপাতাল। এবার রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ৭.২ একর জমি পেল দেবী শেঠির ওই হাসপাতাল। এবার বিনিয়োগ করার পালা। সেটি হলেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাজ্য বড় দিগন্ত খুলে যাবে। ডাঃ দেবী শেঠি বাংলায় এসে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বলেছিলেন,'' ৩৩ বছর আগে যখন এসেছিলাম তখন আমি জুনিয়র হার্ট চিকিৎসক। ইচ্ছে ছিল গরিব মানুষের হৃদরোগের চিকিৎসায় সাহায্য করার। তবে বাংলার মানুষ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। শুধু হার্টের চিকিৎসাই নয়, গোটা দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থাই বদলে গিয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল এখানে একটি মাল্টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল করব। আমার ইচ্ছা আগামী দু'বছরে তা তৈরি করার। এখানে ১০ হাজার কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে জমি যখন পেয়ে গিয়েছে নারায়ণা হৃদয়ালয়ার তখন বিনিয়োগ করতে আর কোনও অসুবিধা রইল না।'' ৭.২ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। ৫ থেকে ৭ হাজার রোগীকে এখানে একদিনে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যাবে। এমনই হাসপাতাল গড়ে তুলতে চান ডাঃ দেবী শেঠি। দু'বছরের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। এটা ১০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বলে জানিয়েছেন ডাঃ দেবী শেঠি। হিডকো এদিন চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, জমি বরাদ্দ করা হয়ে গিয়েছে। এই জমি পেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডাঃ দেবী শেঠি। তাঁর কথায়, ''আমি কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে আমাকে জমি দেওয়ার জন্য। আমরা পরিকল্পনা করছি ৬ মাসের মধ্যে নির্মাণের কাজ শুরু করব। দুটি দফায় এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এছাড়া অল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে পদক পেয়েছিলেন চিকিৎসক শেঠি। তবে এই হাসপাতাল গড়ে তোলা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, দু'বছরের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা করছি। দেড় বছরের মাথায় সফট লঞ্চ হবে। হাসপাতালে হার্ট, ক্যানসার, অরগ্যান ট্রান্সপ্ল্যান্ট-সহ একাধিক চিকিৎসা পাওয়া যাবে। হাজার শয্যা থাকবে ওই হাসপাতালে। দেশের সামনে ওই হাসপাতাল একটি উদাহরণ হবে। এটা একটা ডিজিটাল হাসপাতাল হবে।

- জমির পরিমাণ ৭.২ একর।
- তৈরি হতে সময় লাগবে ২ বছর।
- ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা।
- থাকবে ১ হাজার শয্যা।
- একদিনে চিকিৎসা পাবেন ৫-৬ হাজার রোগী।
- প্রকল্পের খরচ ১ হাজার কোটি টাকা।
- ৬ মাসের মধ্যে শুরু নির্মাণকাজ।
- হৃদরোগ, ক্যানসার, অঙ্গ প্রতিস্থাপন-সহ একাধিক চিকিৎসা।

১০০ দিনের কাজে বকেয়া প্রাপকদের বঞ্চনা নয় : কোর্ট

প্রতিবেদন : প্রকৃত অর্থে যারা দুঃস্থ-বৈধ প্রাপক, তাদের কোনওভাবেই বঞ্চিত করা যায় না। কিছু লোক যদি দুর্নীতি করেও থাকে তার জন্য বাকিরা কেন বকেয়া থেকে বঞ্চিত হবে। ১০০ দিনের বকেয়া টাকা নিয়ে এভাবেই বৃহস্পতিবার ভরা এজলাসে জানতে চাইলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। তাঁর প্রশ্ন, বহু মানুষ মনরেগা স্কিমের টাকা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। তার বর্তমান অবস্থা কী? কোনও অবস্থাতেই প্রাপকদের বঞ্চিত করা যায় না। বৈধ জবকার্ডধারীদের খতিয়ান যাচাই করতে চার সদস্যের কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, ক্যাগ এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসের একজন করে প্রতিনিধি ওই কমিটির সদস্য হিসাবে থাকবেন। আগামী বৃহস্পতিবার পরবর্তী শুনানিতে ওই কমিটির নামের তালিকা জমা দিতে হবে আদালতে।

বিজেপির আপত্তিকর মন্তব্য পথে নামছে মহিলা তৃণমূল

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতির আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নামছে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। জানুয়ারির শেষের দিকেই এই প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী মন্তব্য করেছেন, রাজনীতিতে তিনি শিশু। রাজনীতির জগতে তাঁর উল্লেখযোগ্য কোনও অবদানও নেই। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ইতিহাসও জানা নেই তাঁর। তিনি নাকি আবার অধ্যাপনা করেন। যাঁর নিজেরই এমন নিম্নরুচি, কী শিক্ষা দেবেন তিনি ছাত্রসমাজকে? চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে এর আগেও বিরোধীরা অভব্য আচরণ করেছে। বিজেপি নেতৃত্বের নারীবিদ্বেষী মনোভাব বারবারই ফুটে উঠেছে তাদের আচরণে। এবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি যে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে মহিলা তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী হিসেবে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এর বিরুদ্ধে আমরা, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মীরাও পথে নামব। এদিন গদ্দারকেও এক হাত নিয়েছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর প্রশ্ন, সংহতি যাত্রাকে ব্যাহত করতে চাইছেন কেন বিরোধী দলনেতা? তিনি কি তা হলে সংহতির বিরুদ্ধে?

নেত্রীর জেলাওয়ারি বৈঠক আজ নজরে মুর্শিদাবাদ

প্রতিবেদন : লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক বৈঠক করছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একেকদিন একেকটি জেলার বৈঠক সারছেন তিনি। প্রথম বৈঠকটি করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নিয়ে। আজ, শুক্রবার মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা তিনটেয় কালীঘাটের বাড়িতে হবে বৈঠক। আগামী ২৩ জানুয়ারি বীরভূমের সাংগঠনিক নেতা-নেত্রীদের কালীঘাটের বাড়িতে ডেকেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী দিনে কোন পথে, কীভাবে চলবে দল এই জেলাওয়ারি বৈঠকে তারই দিকনির্দেশ করছেন নেত্রী। লোকসভা নির্বাচনের আগে যতটা সম্ভব দলকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যেই এই বৈঠক। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে ব্লক সভাপতিদের নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে দল। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমোদনসাপেক্ষে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না তৃণমূল।

অকালবৃষ্টিতে ভিজল শহর মাঘের হাওয়ায় বাড়বে ঠান্ডা

প্রতিবেদন : সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ ও জমাট বাঁধা কুয়াশার চাদরে মুড়ে রয়েছে শহর কলকাতা। সঙ্গে প্রথম মাঘের কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আর ইলশেগুঁড়ি অকালবৃষ্টি। সব মিলিয়ে হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় জবুথবু অবস্থা উত্তর থেকে দক্ষিণের। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকেই আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস সত্যি করে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ভিজেছে। ১৬ থেকে ১৮ ডিগ্রির মধ্যে শহরের তাপমাত্রা ওঠানামা করলেও শীতের আমেজ বজায় ছিল। রাতভর বৃষ্টির পর শুক্রবার আবহাওয়া গতিপথ পাল্টাতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে ঘন কুয়াশায় ঢাকা শহরে ঠান্ডার দাপট আরও বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৩ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি। আবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৯.৩ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৭ ডিগ্রি কম। আগামী কয়েকদিন রাতের দিকে ঠান্ডা সামান্য কম থাকলেও দিনের বেলা মেঘলা আবহাওয়ার সঙ্গে ঠান্ডার প্রভাব থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সঙ্গে ভোরের দিকে ঘন কুয়াশায় মুখ ঢাকতে পারে তিলোত্তমা। পাশাপাশি, আগামী কয়েকদিন জেলাগুলিতে ঠান্ডা আরও বাড়তে পারে বলেই জানিয়েছে হাওয়া দফতর। ফের তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে দার্জিলিংয়ে।

এবার শনিবারও হবে গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প্রতিবেদন : সমস্ত গাড়ি মালিকরা যাতে ফিটনেস সার্টিফিকেট নবিকরণ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দেওয়া বিশেষ কর ছাড়ের সুযোগ নিতে পারেন রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য পরিবহণ দফতরের আঞ্চলিক দফতরগুলিতে প্রতি শনিবার গাড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিশেষ শিবির আয়োজন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতি শনিবার এ ধরনের শিবিরের আয়োজন করতে হবে বলে পরিবহণ দফতর আরটিওগুলিকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে। সেই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের দেওয়া ছাড়ের সুযোগ নিতে আরটিও এবং এআরটিও দফতরগুলির সামনে বহু মানুষ ভিড় করছেন। কিন্তু সময়ের অভাবে তাঁরা সকলে এই ছাড়ের সুযোগ পাবেন না বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই শনিবার দিনেও এই কাজ করতে হবে। যাতে সুযোগ নিতে চাওয়া প্রত্যেক গাড়ির মালিক এই প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারেন। পরিবহণ দফতর গাড়ি মালিকদের বকেয়া রোড ট্যাক্স, পারমিট এবং সার্টিফিকেট অব ফিটনেস (সিএফ) পুনর্নবীকরণ করার ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি থেকে জরিমানা মকুবের প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে চলতি বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা কর মেটানোর ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাবেন গাড়ির মালিকরা।

কথাশিল্পীর জন্মভিটের মাটি গেল সামতাবেড়েতে

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাল্যজীবন এসে মিশল বার্ধক্যে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে হুগলির দেবানন্দপুরের মাটি আনা হল হাওড়ার সামতাবেড়েতে। ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ৫২তম শরৎমেলা। তার আগে শরৎচন্দ্রের জন্মভিটের মাটি গেল সামতাবেড়েতে। দেবানন্দপুরের মাটি নিয়ে গিয়ে সামতাবেড়েতে একটি গাছ লাগানো হবে দুই জায়গার মেলবন্ধনের স্মারক হিসাবে। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন মেলার মুখ্য উপদেষ্টা ও বিধায়ক সুকান্ত পাল। তিনি বলেন, শরৎচন্দ্র শৈশব কাটিয়েছেন হুগলির দেবানন্দপুরে। আর বার্ধক্য কাটিয়েছেন হাওড়ার আমতার সামতাবেড়েতে। কথাশিল্পীর শৈশব ও বার্ধক্যের মেলবন্ধন ঘটাতেই আমরা দেবানন্দপুরের মাটি এনে সামতাবেড়েতে শরৎমেলা উদযাপন করছি। রবিবার ২১ জানুয়ারি মেলার উদ্বোধন করবেন পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ৮ দিন মেলা চলবে। এবার শরৎ পুরস্কারে ভূষিত করা হবে ২০২৩-এ সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে। প্রতিদিনই মেলা প্রাঙ্গণে বাংলার বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি গান, নাচ, কবি-সম্মেলন সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। থাকছে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন লেখার প্রদর্শনীও।

শরৎমেলার সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক সুকান্ত পাল-সহ অন্যরা।

রিষড়ায় শুট আউট। গুলিবিদ্ধ রিষড়ার যুবক দীপক জয়সওয়াল। বয়স ২৫। সাত নম্বর ওয়ার্ডের হেস্টিংস মাঠের পিছনে সেগুন বাগানে তিন-চারজন দীপককে গুলি করে পালায়। তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে

চারটি কাঁচা রাস্তাকে পাকা করে দিচ্ছেন মন্ত্রী বীরবাহা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : স্থানীয় মানুষের দাবি ছিল গ্রামের ভাঙাচোরা রাস্তা পাকা করার। সামান্য বর্ষাতেই রাস্তাগুলি জলকাদায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। মুশকিল আসান করলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। রাস্তা ঢালাই করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এলাকায় হাতির সমস্যার বিষয়টি জেনে দফতরের পক্ষ থেকে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকায় ঢালাই রাস্তা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রী সেই ঢালাই রাস্তা উদ্বোধনের পাশাপাশি আরও তিনটি রাস্তার শিলান্যাস করেন। তিনটি রাস্তাও ঢালাই হবে। ঝাড়গ্রাম ব্লকের ঘৃতখাম গ্রামে প্রায়ই হাতি ঢুকে পড়ে। গ্রামের প্রায় এক কিমি রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। এদিন তার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। সঙ্গে জামবনি ব্লকের গিধনি, টুলিবর, চিক্কিগড়ে মাটির রাস্তাও ঢালাই হবে। মোট খরচ হবে দু'কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। দ্রুত কাজ শুরু হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলেন কম্পিউটার

রাস্তা উদ্বোধনের পর গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন বীরবাহা হাঁসদা।

ঝাড়গ্রামে গড়ে-ওঠা নতুন সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যাতে কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারেন তার জন্যও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন বীরবাহা। নিজের বিধায়ক তহবিলের টাকায় কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন। সেই কম্পিউটার ল্যাবরেটরির উদ্বোধনও হল ওঁর হাত ধরে। কিছুদিন আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পর্যাপ্ত কম্পিউটার নেই জানতে পেরে মন্ত্রী ২৫টি কম্পিউটার কিনতে বিধায়ক কোটার টাকা বরাদ্দ করেন। ল্যাব উদ্বোধনে ছিলেন চিন্ময়ী মারান্ডি ও অন্যরা।

কিষান মাণ্ডিতে ধান-কেনাবেচায় অনিয়ম রুখতে কড়া বিডিও

সংবাদদাতা, বোলপুর : ধান-কেনাবেচার দুর্নীতি রুখতে তৎপর বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস। বলেন, কিষান মাণ্ডিতে ধানকেনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। কোনওভাবেই তার ব্যতিক্রম ঘটলে চলবে না। চলবে না কালোবাজারি।

কিষান মাণ্ডিতে চলেছে ধান কেনাকাটা।

বোলপুরের রামকৃষ্ণ রাইস মিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ধান নিয়ে নেওয়া হচ্ছে চাষিদের কাছ থেকে। যদিও এ-বিষয়ে রাইস মিলের ম্যানেজার ক্যামেরার সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বোলপুর কিষান মাণ্ডির দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক জানান, চাষিরা ধান বিক্রি করতে আসছেন। সঠিকভাবেই ধান কেনা হচ্ছে। যে ধানের গুণগত মান খারাপ, সে ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি ধান তিন-চার কেজি করে নেওয়া হচ্ছে। যদিও এটি সরকারি গাইডলাইনের বহির্ভূত।

বোলপুরের রামকৃষ্ণ রাইস মিলের ধান কেনা নিয়ে এমন অভিযোগ শুনে বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস বলেন, কুইন্টালপ্রতি ধান তিন-চার কেজি করে নেওয়া হচ্ছে, এমন অভিযোগ আমাকে করেনি। তবু আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। এটি সরকারি গাইড লাইনের বহির্ভূত। তাই এটা কোনওভাবেই হতে দেওয়া যাবে না।

জলপাইগুড়ি ব্লক প্রথম মহিলা সভাপতি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম কোনও মহিলা, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হলেন। জেলার মেটেলি ব্লকে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব পেলেন মৌমিতা কালিন্দী। রাজ্য নেতৃত্ব এবার মেটেলি ব্লকে তাঁর ওপরেই ভরসা রাখল। জেলায় এবারই প্রথম কোনও মহিলার হাতে দায়িত্ব দিল দল। বুধবার সন্ধ্যায় নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই প্রচুর মানুষ তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। মৌমিতা নিজেও দায়িত্ব পেয়ে অভিভূত। জানান, সামনেই লোকসভা ভোট, তাকেই পাখির চোখ করতে চাইছেন তিনি।

কুসুম্বা গ্রামে নীহার

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : লোকসভা ভোটের আগে বীরভূমের কুসুম্বা গ্রামে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা নীহার মুখোপাধ্যায়কে। নীহারের বাবা অনিল মুখোপাধ্যায় আবার সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মামা। সৈয়দ সিরাজ জিম্মি জেলা সহসভাপতি পদে থাকছেন। রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক নয়, নলহাটি ১ নম্বর ব্লক সভাপতি করা হয়েছে রেজাউল হককে। ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকে আনা হয়েছে সূর্যকুমার মণ্ডলকে। ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকে প্রমোদ রায়কে।

বীরভূমে নতুন মুখ

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বীরভূম জেলার ব্লক সভাপতির নতুন মুখ কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে কাজ করে অবশেষে পুরস্কৃত হলেন এই তরুণ নেতা। বাবার হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ। স্কুলজীবন থেকেই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ। কলেজে ছাত্র পরিষদ করলেও তৃণমূল আত্মপ্রকাশের পরেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য হন।

শালবনি কাপ

■ শেষ হল শালবনি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্যতম শালবনি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দু'দিনের আট দলীয় নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় সিডিএম ঝাড়গ্রাম ক্রিকেট টিম। রানার্স আকাশ একাদশ খড়্গপুর। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় জন্টি সরকার পায় টিভি। ছিলেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, চঞ্চল সরকার, নেপাল সিংহ, মিহির সাহা, সঞ্জিত তোরই প্রমুখ।

হাতির ভয়ে চাল ভেঙে ঘর ছাড়ল পরিবার

বড়জোড়ায় আবার হাতির হানায় মৃত্যু

এই ঘরের টালির চাল সরিয়ে পালিয়ে বেঁচে যায় গোটা পরিবার।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : হাতির হামলায় মৃত্যু অব্যাহত। বড়জোড়ায় ঘোরাফেরা করছে ৭০টি হাতির পাল। জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসছে বারবার। জমির ফসল তছনছ করছে, মৃত্যুও বাড়ছে। বড়জোড়ায় মঙ্গলবার ভোরে গোপবান্দি গ্রামে ৭৫ বছর বয়সের বৃদ্ধ শম্ভুনাথ মণ্ডলকে উঠোনে মেরে ফেলে দুটি দাঁতাল। বুধবার গভীর রাতে ঘুটগড়িয়ায় হরিণ চরণডাঙা গ্রামে ২৪ বছরের মহিলা মামণি ঘড়ুইকে মারল। মামণি গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে শৌচকর্ম করতে বেরিয়েছিলেন। উঠোনে হাতি ছিল খেয়াল করেননি। একটি হাতি নাগালে পেয়ে গিয়ে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে। মামণি যত আর্তনাদ করেন, হাতিটি ততই ক্ষিপ্ত হয়ে শুঁড়ে পেঁচিয়ে প্রায় ত্রিশ ফুট টেনে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা আর্তনাদ শুনে বেরিয়ে এলে হাতিগুলি জঙ্গলে গা-ঢাকা দেয়। মামণিকে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন। অপর একটি বাড়িতে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে টালির ছাদ ভেঙে বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় শিশুসহ ১২ জনের একটি পরিবার। শীতে বৃষ্টিতে অসহায় অবস্থায় তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। প্রশাসন দ্রুত তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করছে।

■ রাজারহাট নিউটাউন তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের ডাকে ভিড়ে ঠাসা জনসভায় বক্তব্য পেশ করছেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও ছিলেন এলাকার বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রবীর কর প্রমুখ।

বাঁকুড়া জেলার জয়পুরে পর্যটক টানতে হবে উৎসব

সংবাদদাতা, জয়পুর : বাঁকুড়া জেলার বহু অঞ্চলই পর্যটকদের বিশেষ পছন্দের। এখানে যেমন রয়েছে টেরাকোটা মন্দির, তেমনই রয়েছে শুশুনিয়া পাহাড়, সমুদ্রবাঁধ। আর রয়েছে জয়পুরের জঙ্গল। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গায় পর্যটক টানতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তারই জেরে জয়পুরের পর্যটনের বিকাশে শুরু হচ্ছে জয়পুর উৎসব। জয়পুরের অন্যতম আকর্ষণ তার জঙ্গল। সেখানে হরিণ, ময়ূর, বুনো শুয়োর আর হাতিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। জঙ্গলের শোভা আর বন্যজন্তুই এখানকার বড় আকর্ষণ। সেদিকটায় জোর দিতেই এই উৎসবের আয়োজন।

লোগো ও অনুষ্ঠানসূচি ঘোষণা হল জয়পুর উৎসব কমিটির তরফে।

জয়পুরে এক সরকারি রিসর্টে সাংবাদিক সম্মেলন করে জয়পুর উৎসবের ২০২৪-এর থিম সঙ্গীত, লোগো ও অনুষ্ঠানসূচির কথা ঘোষণা করা হল, জয়পুর উৎসব কমিটির তরফে। ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি জয়পুর হাই স্কুল মাঠে হবে উৎসব। এই মেলায় জেলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি উৎসবের আসর মাতাবে কলকাতা ও মুম্বইয়ের খ্যাতনামা শিল্পীরা। সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন রাজ্য সহ-সভাপতি শুভাশিস বটব্যাল, বিধায়ক হরকালী প্রতিহার, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সুজাতা মণ্ডল, ব্লক সভাপতি কৌশিক বটব্যাল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি, জয়পুর বিডিও এবং কর্মাধ্যক্ষরা।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

19 January, 2024 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

কনকনে ঠান্ডা উত্তরে, তুষারচাদরে ঢাকল দার্জিলিং

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তরে জেলাগুলি। বরফের চাদরে ঢেকেছে দার্জিলিঙের বিস্তীর্ণ এলাকা। মকর সংক্রান্তি পার হওয়ার পর থেকেই তীব্র শীতের হানা উত্তরবঙ্গে। উত্তরের জেলায় জেলায় তীব্র শীতের দাপটের আঁচ পড়েছে জনজীবনে। দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায় তুষারাপাত ঘটে। দার্জিলিং পাহাড়ের উচ্চতায় সান্দাকফু, টুমলিং, মেগমা-সহ একাধিক এলাকা সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছে। সান্দাকফুর রাস্তা থেকে সিঙ্গালিলা যাওয়ার পথ তুষারাবৃত হয়ে রয়েছে। যা পর্যটকদের কাছে উপহার! পর্যটকদের চোখে বছরে এক-আধবার দার্জিলিংয়ের এই রূপ ধরা পড়ে। সে টানেই দেশ বিদেশের পর্যটকেরা বারবার ছুটে যান শৈল শহরে। সিকিমের কেন্দ্রীয় হাওয়া অফিসের খবর অনুযায়ী দার্জিলিং জেলার সমতল শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার শহর উত্তরের প্রায় সমস্ত জেলাতে বিক্ষিপ্ত হবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন-দার্জিলিঙয়ের উঁচু অংশে আগামী ৪৮ ঘণ্টা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন তাপমাত্রার খুব একটা রকম ফের হবে না। পাশাপাশি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।

তুষারে ঢেকেছে সান্দাকফু।

বিকল্প আয়ের দিশা দেখাচ্ছে মধু চা-বাগানের মাতৃশক্তি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে কর্মসৃষ্টি করছেন কালচিনির মধু চা-বাগানের মহিলারা। ২০২২ সালে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে খোলে মধু চা-বাগান। কিন্তু বর্তমানে বাগানের পরিস্থিতি খুব একটা ভাল নয়। অনেকেই চলে গিয়েছেন বাইরে কাজের সন্ধানে। বর্তমানে বাগানের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যাতে শুধু চা-বাগানের ওপর নির্ভরশীল না থাকে, বিকল্প আয়ের পথও যাতে বেছে নেয়, সেই লক্ষ্যে গত এক বছর আগে বাগানের বেশ কিছু মহিলা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা মিলে সমিতি তৈরি করে। এরপর তারা বাড়িতেই কেঁচো সার, হাতে তৈরি নানান গহনা, অলংকার, পোশাক তৈরি করছে এবং তা বিক্রি করছে। এ বিষয়ে মধু বাগানের বাসিন্দা কণিকা ধানওয়ার বলেন, 'বর্তমানে আমাদের সমিতিতে ১০২ জন সদস্য। আমাদের তৈরি জৈব সার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বাগানে কাজ করেও প্রতিদিন সবাই কিছু সময় বের করে হাতের তৈরি গহনা, অলংকার, পোশাক তৈরি করছে। এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, শ্রমিকদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

উন্নয়নকে ভোট দিন, বার্তা বিধায়কের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বিপুল উন্নয়নে ভোট দিন। সাংগঠনিক সভায় এমনই বার্তা দিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তৃণমূল কংগ্রেস সারা বছর সাধারণ মানুষের পাশে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা মানুষের ব্যক্তিগত কোনও ক্ষতি অথবা কোনও রোগীর রক্তের প্রয়োজন সবকিছুতেই পাশে থাকছে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। কিন্তু ভোট আসতেই কিছু বহিরাগত প্রার্থী এসে ধর্মের নামে উস্কানি দিয়ে ভোট চাইতে আসে। সেইসব মানুষকে উন্নয়নের কথা বলে প্রতিহত করতে হবে। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ ব্লক-১-এর অন্তর্গত ১০নং মারাইকুরা ও বাহিন অঞ্চলে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে বুথ ও অঞ্চল ভিত্তিক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, রায়গঞ্জ ব্লক ১ সভাপতি অনিমেষ দেবনাথ, তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক গুণ প্রমুখ। বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী জানান এদিন সাংগঠনিক সভায় দলীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে প্রত্যেক বুথে ৩০ জন করে যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী জনসংযোগের কাজে নিযুক্ত হবেন। মানুষকে বোঝাবেন কীভাবে সারা বছর তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের জন্য কাজ করছে।

সাংগঠনিক সভায় বক্তা বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী।

লড়াইয়ে গন্ডার-মৃত্যু রুখতে বনদফতরের ব্যবস্থা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : গরুমারায় গন্ডারদের নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মৃত্যু আটকাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে বন দফতর। মুলত সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়েই এই মৃত্যু হয়। পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে মার খেয়ে বিবাগী হয় অনেক পুরুষ গন্ডার। একটি পুরুষ গন্ডারের জন্য তিনটি মাদি গন্ডারের প্রয়োজন। কিন্তু গরুমারায় এই অনুপাত না থাকায় পুরুষ গন্ডারগুলি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে জলদাপাড়া ও গরুমারার মধ্যে গন্ডার আদান-প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দফতর। সিদ্ধান্ত হয়েছে গরুমারা থেকে কিছু পুরুষ গন্ডার জলদাপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং জলদাপাড়া থেকে কিছু মাদি গন্ডার গরুমারায় নিয়ে আসা হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে গন্ডার অচৈতন্য করার ওষুধ মিলছে না। তবে ওই ওষুধ আনানোর চেষ্টা চলছে।

হরিণের দেহাংশ পাচার

ধৃত সিকিম পুলিশের প্রাক্তন কর্তা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বনদফতরের বড় সাফল্য। দিল্লিতে পাচারের আগে দুটি কস্তুরী-সহ উড়ন্ত কাঠবিড়ালি ছাল উদ্ধার করল বাগডোগরা রেঞ্জ। গ্রেফতার সিকিম পুলিশের প্রাক্তন আধিকারিক। বৃহস্পতিবার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ২ নম্বর গেটের সামনে থেকে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে গ্রেফতার করা হয় সিকিম পুলিশের অবসর প্রাপ্ত আধিকারিক ডেনি ভুটিয়া। তাকে নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে হরিণের দেহাংশ-সহ উড়ন্ত কাঠবিড়ালির ছাল উদ্ধার করে। ওই ব্যক্তিকে জেরা করে বনদফতরের জানতে পেরেছে দিল্লিতে পাচার করার উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এই জায়গা থেকেই দিল্লির এক ব্যক্তির কাছে হাত বদল হত হরিণের দেহাংশ কস্তুরী-সহ উড়ন্ত কাঠবিড়ালির ছাল। আরও জানা যায় প্রায় ১ কোটি টাকার বিনিময়ে দিল্লির ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার কথা। তার আগেই বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা হানা দেয়। এই বিষয়ে বাগডোগড়া রেঞ্জের রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া বলেন, ঐ ব্যক্তিকে জেরা করে জানতে পেরেছি নেপাল থেকে হরিণের দেহাংশ কস্তুরী ও উড়ন্ত কাঠবিড়ালির ছাল এনেছিল সিকিম পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক।

সচেতনতা শিবির

■ নিজেদের তৈরি খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য কোন কোন ধাপ অবলম্বন করা উচিত তা বোঝাতেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে হল সচেতনতা শিবির। বৃহস্পতিবার উদ্যান পালন দফতরের তরফে এই শিবির হয়। জেলার ক্ষুদ্র শিল্পর সঙ্গে যুক্ত সংস্থার প্রতিনিধিরাও এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পুরো বিষয়টি বোঝান উদ্যানপালন দফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চার্লি শর্মা।

ডাকাতি-কাণ্ডে ধৃত

■ সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় ফের বড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশের। এই এই ঘটনায় ব্যাপক ভাবে গোটা রাজ্য জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। সিআইডি থেকে শুরু করে ১৯ জনের একটা টিম তৈরি করে জেলা পুলিশ প্রশাসন। কয়েকদিনের মধ্যেই লিঙ্কম্যান ধরা পড়ে মহানন্দপুর অঞ্চলের নিমতলা গ্রামে থেকে।

বাইসনের সঙ্গে ধাক্কা

■ টোটো রিকশা ও বাইসনের সংঘর্ষে আহত দুই ব্যক্তি। তাদের মধ্যে একজন টোটো চালক ও একজন সব্জি বিক্রেতা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ভুটানমুখী ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে বৃহস্পতিবার বাইসনের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন ওই দুই ব্যক্তি। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের হলোং ও তোর্সা সেতুর মাঝখানে জলদাপাড়া উত্তর রেঞ্জের জঙ্গল পথে।

লাইটারে আতঙ্ক

■ পিস্তলের মতো গ্যাস লাইটার ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল স্কুলে। বৃহস্পতিবার বেলা একটা নাগাদ আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থানার রায়চেঙ্গা বিদ্যানিকেতন স্কুলের গেটের পাশে অবিকল নাইন এম এম পিস্তলের ন্যায় একটি আগ্নেয়াস্ত্রকে ঘিরে চরম আতঙ্ক ছড়ায়। পুলিশ আধিকারিকরা এসে নিশ্চিত করেন যে, নাইন এম এম পিস্তল নয়, অবিকল পিস্তলের মতো দেখতে গ্যাস লাইটার।

পাচারকারী গ্রেফতার

■ চোরাই বাইক-সহ পাচার চক্রের এক পান্ডাকে গ্রেফতার করল শামুকতলা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে শামুকতলার পশ্চিম খলিসামারি গ্রামে তিনটি চোরাই মোটর বাইক-সহ পাচার চক্রের ওই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতের নাম শিবু দাস। তার বাড়ি থেকে তিনটি চোরাই বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

19 January, 2024 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৯ জানুয়ারি
২০২৪
শুক্রবার

উন্মত্ত মোটরবাইক চালকের সামনে হাজির যমরাজ। এমন মূর্তি বসিয়ে ট্রাফিক সচেতনতার অভিনব উদ্যোগ দুর্গাপুর গান্ধী মোড় জাতীয় সড়কের সংযোগস্থলে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পুলিশকর্তা ও কর্মীরা র‍্যালিও করেন

৮ কোটি টাকায় ১৮৯টি প্রকল্প

পূর্ব বর্ধমান জেলায় সৌরবিদ্যুৎ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পেট্রোল-ডিজেল পোড়ানো কম করাই হোক বা কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ তৈরি থেকে উদ্ভূত দূষণ কমাতে রাজ্য সরকার আন্তরিক। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলাতেই অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে। জেলা জুড়ে অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে এ-ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগ নিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ। সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার এবং জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় জানিয়েছেন, প্রায় আট কোটি টাকা ব্যয়ে জেলায় ১৮৯টি সোলার প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ-ব্যাপারে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সভাধিপতি জানিয়েছেন। জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় জানিয়েছেন, জেলার ২৩টি ব্লকের মধ্যে বড় ব্লকগুলিতে ১৪টি করে প্রকল্প এবং ছোট ব্লকগুলিতে ৭টি করে প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুতের খরচ যেমন অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে, তেমনি চাষের জন্য জল এবং পানীয় জলের সমস্যাও মিটবে বলে জানিয়েছেন বিশ্বনাথ। সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষণও অনেক কমবে।

— ফাইল চিত্র

শীত, সঙ্গে অকালবৃষ্টি আলুচাষে ক্ষতির শঙ্কা

রাস্তা বৃষ্টির জলে ভাসছে। পূর্ব বর্ধমানের ঝাঁপানতলায়। বৃহস্পতিবার।

বর্ধমান

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ঘূর্ণাবর্তের জেরে বুধবার রাত থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলার জায়গায় জায়গায় বৃষ্টি শুরু হল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝাঁকিয়ে বৃষ্টিতে দৃশ্যতই জবুথবু গোটা জেলা। আর তারই মাঝে আলুচাষে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কৃষকদের মধ্যে। জামালপুরের চাষি মহম্মদ খান জানিয়েছেন, এমনিতেই এ-বছর আলুচাষ দেরিতে শুরু হয়েছে। ফলে এই বৃষ্টিতে গাছ পচে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এমনিতে শীতে কাবু গোটা জেলা। তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে, তার উপর বৃষ্টিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। বৃষ্টির জেরে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। টানা বৃষ্টিতে শীতকালেও জল থই থই অবস্থা শহর বর্ধমানের একাংশের। বৃষ্টিতে জল জমে যায় ঝাঁপানতলা, পার্কাস রোড সহ শহরের নানান এলাকায়।

তৃণমূলকর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টা রানিনগরে

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বিরোধীরা বিশেষত বিজেপি সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। তারই জেরে মুর্শিদাবাদে এক তৃণমূলকর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টা হল। বুধবার রাতে, রানিনগর থানা এলাকায়। গুলিবিদ্ধ মনোজকুমার মণ্ডল মাছের আড়তের কর্মী। রানিনগরে তাঁর বাড়িতে ঢুকেই গুলি করে দুষ্কৃতীরা। গুরুতর আহত মনোজকে ভর্তি করা হয়েছে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ইসলামপুরের বনমালীঘাট এলাকায় মাছের আড়তে হিসেব করে অন্যদিনের মতোই বুধবার রাতে বাড়ি ফিরেছিলেন। বাড়িতে থাকাকালীন কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে তাঁকে গুলি করে বলে অভিযোগ। মনোজ সক্রিয় তৃণমূলকর্মী। তাই অভিযোগের তির বিরোধী-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। পুলিশ ইতিমধ্যে তিনজনকে আটক করেছে, সঞ্জয় মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

শীতের সঙ্গে বৃষ্টি অসহায়দের কম্বল

সংবাদদাতা, জামালপুর : একে শীতের দাপট, তার উপর আবার মুষলধারে বৃষ্টি। দুয়ে মিলে জবুথবু অবস্থা জেলাবাসীর। বিশেষত গরিব দুঃস্থ মানুষদের অন্ত নেই। তাঁদের দুর্দশা মোচনে জেলার জোৎশ্রীরাম এলাকায় প্রায় শতাধিক সহনাগরিকের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিঠু মাঝি। মিঠু জানান, এ-বছর জেলার শীতের তাপমাত্রা টেক্কা দিচ্ছে দার্জিলিং ও গ্যাংটককেও। একদিকে প্রবল ঠান্ডা পড়েছে, সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে অকালবৃষ্টি। পথবাসী ও গরিব মানুষজনের দিন কাটছে চরম দুর্দশায়। তাই এই শীতবস্ত্র বিতরণ। তারপরে অফিসে এসে দেখি দলনেত্রী তথা মানবিক মুখ্যমন্ত্রীও অফিস যাওয়ার পথে শতাধিক সহনাগরিকের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছেন। এটাই তৃণমূল, যারা মানুষের কথা ভাবে, মানুষের জীবনযন্ত্রণা মোচনের চেষ্টা করে।

মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, প্রস্তুতি পূর্ব বর্ধমানে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ২৪ জানুয়ারি পূর্ব বর্ধমান সফরে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শহরের গোদার হেল্থ সিটি ময়দানে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান সভা আছে তাঁর। বৃহস্পতিবারই নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে নির্দেশ আসার পরই শুরু হয়েছে যুদ্ধকালীন তৎপরতা। সকাল থেকে বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হলেও প্রশাসনিক কর্তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন প্রস্তুতি নিয়ে। সভার মাঠ ও এলাকাও পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হবেন ধরে নিয়েই তৈরি হচ্ছে আচ্ছাদন।

ওইদিনই জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে জেলার উন্নয়ন বিষয়ে বৈঠক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সভা থেকেই একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনও করবেন বলে জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি একাধিক প্রকল্পের সুবিধাও উপভোক্তাদের প্রদান করবেন বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

দেবদাসের স্মৃতিতে মেলা, আকর্ষণ জাম্বো ল্যাংচা

সংবাদদাতা, কালনা : শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় উপন্যাস ‘দেবদাস’। যা নিয়ে নানা সময়ে ছবিও হয়েছে। শরৎসৃষ্ট দেবদাসের সঙ্গে জড়িয়ে বর্ধমানের হাতিপোতা গ্রাম। দেবদাস উপন্যাস অনুযায়ী এই গ্রামেই পারু তথা পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেবদাসের প্রয়াণ ঘটে। সেই কাহিনি ঘিরে এই গ্রামে ২৪ বছর ধরে আয়োজিত হচ্ছে মেলা। আর সেই মেলার বৈশিষ্ট্য দানবীয় মিষ্টি— ল্যাংচা। আর সেই মিষ্টির টানেই জমে ওঠে কালনার হাতিপোতা গ্রামের দেবদাস মেলা। একটি মিষ্টি খাওয়া একজনের কম্মো নয়। ১০-১২ জন মিলে খেলে তবে শেষ হয়। আকারের মতো দামও আকাশছোঁয়া। এক-একটি মিষ্টির দাম ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা।

ওজন ২-৩ কেজি
দাম হাজারের বেশি
খায় পুরো পরিবার

মিষ্টিগুলো এতটাই বড় যে দুই হাত দিয়ে তুলতে হয়। ওজন প্রায় ২ থেকে ৩ কেজি। এমনই মিষ্টির দেখা মেলে কালনার নান্দাই পঞ্চায়েতের হাতিপোতা গ্রামের দেবদাস স্মৃতিমেলায়। এই গ্রামে প্রায় সাতশো পরিবারের হাজার দুয়েক মানুষের বাস। মেলার উদ্বোধন করেন প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও অভিনেত্রী পায়েল সরকার। মেলা চলবে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

মেলা ঘুরে ঘুরে মানুষ একটাই জিনিস কেনে, সেটা জাম্বো ল্যাংচা। কোনওটা ২৫ ইঞ্চি লম্বা, কোনওটা ৯ ইঞ্চি। মোটা ৩ ইঞ্চি। একটা বড় মিষ্টি কিনে পরিবারের সকলে ভাগ করে খাওয়াটাই এই মেলার আনন্দ। মেলাটিকে মিষ্টিমেলা বললেও ভুল হয় না।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
19 January, 2024 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ির রাস্তা হবে চার লেনের

পুরনো মন্দির ঢেলে সাজাবে রাজ্য

সংবাদদাতা, দিঘা : শুধু জগন্নাথ মন্দিরই নয়, এবার দিঘায় জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি আরও ভাল করে গড়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। সেই সঙ্গে ভোগী ব্রহ্মপুরের মূল জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা চার লেনের করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান। উল্লেখ্য, গত বছর এপ্রিলে মুখ্যমন্ত্রী দিঘা এসেছিলেন। সেই সময় তিনি হেঁটে ওল্ড দিঘার জগন্নাথঘাটে জগন্নাথ মন্দিরে যান। মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলেন। সেই মন্দিরকে মাসির বাড়ি করলে পুরোহিতদের কোনও আপত্তি আছে কিনা জানতে চান। আপত্তি না থাকার কথা জানালে মন্দিরে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় রথযাত্রা বড় করে করার সিদ্ধান্ত নেন। উল্লেখ্য, প্রথমে এখানেই মূল জগন্নাথ মন্দির গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু সমুদ্রের একেবারে পাশে জায়গার অভাব ও কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধার জন্য মূল মন্দিরটি ভোগী ব্রহ্মপুরে স্থানান্তরিত হয়। এবার মূল মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত ৭ মিটার চওড়া রাস্তাটি ১৪ মিটারের করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বছর রথযাত্রা ৭ জুলাই। তার আগেই চার লেনের এই রাস্তার কাজ সেরে ফেলবে রাজ্য পূর্ত দফতর। ২৩ জানুয়ারির মধ্যেই ডিপিআর জমা পড়বে নবান্নে বলে খবর। গত বৃহস্পতিবার পূর্ত দফতর, জেলা প্রশাসন, বন দফতর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের একটি দল দিঘায় রাস্তাটি পরিদর্শন করার পরই এই সিদ্ধান্ত হয়। রাস্তার দুদিকে থাকবে চওড়া ফুটপাথ। পুণ্যার্থীরা সেখানে দাঁড়িয়ে রথযাত্রা দেখতে পারবেন। রাস্তায় যাতে সহজে রথ ঘোরানো যায়, সেই বিষয়টিও মাথায় রাখা হচ্ছে। সারা বছর দিঘায় প্রচুর পর্যটক থাকেন। এই মন্দিরটি হলে অতিরিক্ত বহু পুণ্যার্থী আসবেন। সব মিলিয়ে রথের সময় পুরীর মতোই জনস্রোত হবে দিঘাতেও বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। প্রসঙ্গত, ২০১৮-র ডিসেম্বরে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে দিঘায় হুবহু একটি মন্দির তৈরির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২২-এর মে মাসে অক্ষয়তৃতীয়ায় ১৭ একর জমিতে শুরু হয় মন্দিরের নির্মাণকাজ। এ জন্য ২০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মন্দির নির্মাণের কাজ করছে হিডকো। কেননা আগামী এপ্রিলেই মন্দির উদ্বোধনের টার্গেট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তাঁর মুখে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ির উন্নয়ন এবং রাস্তা চওড়া হওয়ার কথা শুনে বেজায় খুশি দিঘার পর্যটক মহল-সহ স্থানীয় বাসিন্দারাও।

জগন্নাথ ঘাটের পুরনো এই মন্দিরটি হবে মাসির বাড়ি।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রীর মানবিক মুখ কৃষ্ণগঞ্জে

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সভানেত্রী কাকলি দাসের মানবিক মুখ দেখলেন বিরোধী দল বিজেপি পরিচালিত গোবিন্দপুর পঞ্চায়েতের মানুষ। দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে খালবোয়ালিয়া কামারপাড়া এলাকার রাস্তায় দুই যুবক অলোক পাত্র ও বিশ্বজিৎ বিশ্বাসকে পথদুর্ঘটনায় জখম হয়ে পড়ে থাকতে দেখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে তিনি কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। কৃষ্ণগঞ্জ থানার হুদো দিগম্বরপুরের বাসিন্দা ওই দুই যুবক। এ প্রসঙ্গে কাকলি দাস বলেন, 'গোবিন্দপুর এলাকা থেকে দলীয় কর্মসূচি সেরে ফিরছিলাম। পথে দেখি দুই যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। ওঁরা বিরোধী দলের পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা হলেও একজন মানুষ হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে দুজনকেই আমার গাড়িতে তুলে কৃষ্ণগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরে সেখান থেকে দুজনকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ওই রাস্তায় বেআইনিভাবে বালি পড়ে থাকাই দুর্ঘটনার কারণ।'

নতুন সেমিনার কক্ষ

প্রতিবেদন : প্রায় ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে শিবপুর হিন্দু গার্লস হাইস্কুলের নবনির্মিত সেমিনার কক্ষ 'বিদ্যাসাগর হলে'র বৃহস্পতিবার উদ্বোধন করলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন মন্ত্রী অরূপ রায়।

হাতির দাঁতপাচারে ধৃত ৩

সংবাদদাতা, নলহাটি : নলহাটি বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি বেসরকারি হোটেলে রেলকর্মীর পরিচয় দিয়ে উঠেছিল ঝাড়খণ্ডের তিন পাচারকারী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হানা দিয়ে হাতির দাঁত-সহ তিনজনকেই গ্রেফতার করেন নলহাটি থানার ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো ও বন দফতরের কর্তারা। ধৃত শংকর রায়ের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুরিয়া গ্রামে, সিকান্দরের বাড়ি আমরাপাড়ায়, রবিরঞ্জন সাহার বাড়ি সাহেবগঞ্জে।

চোরাই বালি, গ্রেফতার ৬

সংবাদদাতা, পাণ্ডবেশ্বর : অবৈধ বালি চোরাচালানের অভিযোগে ৬ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে অজয়ের বালিঘাট থেকে তাদের পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতদের অন্যতম মহেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ি খড়গ্রামে। ভুয়ো চালান তৈরির অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকি ৫ জন ট্রাকচালক।

কালনায় চাষের কাজে কৃষি দফতর দিল সোলার পাম্প

সংবাদদাতা, কালনা : রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানে ধান ও পাটচাষের পাশাপাশি রবিশস্য ও অন্যান্য চাষ হয়। কিন্তু চাষের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ বা জ্বালানিচালিত পাম্প ব্যবহার করে সেচকাজ চালিয়ে যেতে সেচের জন্য জলের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন কৃষকেরা। এবার কালনায় সেচের কাজে ব্যবহারের জন্যে সরকারি উদ্যোগে চালু হয়েছে সোলার পাম্প। এর ফলে বিদ্যুতের খরচ থেকে বাঁচবেন কৃষকেরা। চাষের ক্ষেত্রে তাঁরা লাভবান হবেন বলেই জেলা কৃষি দফতরের ধারণা। তাই এই দফতরের উদ্যোগে সেচের খরচ কমাতে সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্প বিলির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে কালনা মহকুমার চার কৃষককে সোলার পাম্প দেওয়া হয়েছে। কালনা ১, পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লকের চার কৃষক সোলার সিস্টেমে পাম্প পেয়েছেন সরকারের তরফে। এতে খুশি তাঁরা। কালনা মহকুমা সহকারী কৃষি

আধিকারিক পার্থ ঘোষ বলেন, সোলার পাম্প সেচকাজে ব্যবহার করে চাষিরা উপকৃত হবেন, খরচও বাঁচবে। পরে অন্য ব্লকেও রাজ্যের উদ্যোগে সোলার পাম্প দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

২০ হাজার পরীক্ষার্থী বাড়ল মাধ্যমিকে

নদিয়া

সংবাদদাতা, নদিয়া : জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার বাড়ল। এবার জেলার প্রায় ৫০ হাজার পড়ুয়া মাধ্যমিক দিতে চলেছে। গত বারের থেকে এবছর ২০ হাজার পরীক্ষার্থী বেড়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যা তিন হাজার বেশি। ২ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক শুরু। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। জেলার ডিআই (সেকেন্ডারি) দিব্যেন্দু পাল বলেন, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। প্রশ্ন ফাঁস রুখতে অদৃশ্য কোড থাকবে। ফাঁস হলেও বোঝা যাবে কোথা থেকে লিক হয়েছে। নদিয়ায় সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার ২৩ হাজার ১৬৬ ছাত্র ও ২৬ হাজার ৪৬৩ ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। মোট সংখ্যা ৪৯ হাজার ৬২৯। গত বছর ছিল ২৯ হাজার। এবছর প্রধান কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৫। সাব কেন্দ্র ১৩২। জেলার ১৮টি পুলিশ স্টেশন ও দুটি ট্রেজারি-সহ মোট ২০ জায়গায় প্রশ্নপত্র রাখা হবে।

কাঁথিতে আয়ুষ মেলা

মেলার সূচনায় মন্ত্রী অখিল গিরি।

সংবাদদাতা, কাঁথি : নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতর ও আয়ুষ বিভাগের উদ্যোগে বুধবার জেলার প্রথম আয়ুষ মেলা শুরু হয় কাঁথি রাও রিক্রিয়েশন ক্লাব মাঠে। তিনদিনের মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী অখিল গিরি। আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি ও যোগা স্বাস্থ্যশিবিরের পাশাপাশি যোগা, পঞ্চকর্ম থেরাপি, আয়ুষ গ্রন্থ ও ভেষজ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। মন্ত্রী বলেন, 'পাশ্চাত্যে আয়ুর্বেদ, যোগার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। কারণ এর কোনও সাইড এফেক্ট নেই। এই চিকিৎসা রোগের একেবারে মূল থেকে সারায়।'

ভারত-বাংলাদেশ জলপথে যোগাযোগে গড়া হচ্ছে বন্দর

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

এপার-ওপার বাংলাকে জুড়তে রেলপথ ও সড়কপথের পাশাপাশি অচিরেই যোগ হতে চলেছে জলপথও। এবার জলপথে ভারত-বাংলাদেশ যোগ হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা দিয়ে। কাজ প্রায় শেষের দিকে। এজন্য লালগোলায় তৈরি হচ্ছে নয়া বন্দর। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীস্থাপনের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যবৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা। এপার থেকে সহজেই পণ্য পৌঁছে যাবে ওপারে। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরাতেও সহজেই পৌঁছবে পণ্য, দূরত্ব কমবে অনেকটাই। ওপার থেকেও সহজে পণ্য আসবে ভারতে। ইতিমধ্যেই একটি জাহাজ ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশে

লালগোলা

পৌঁছে যাচ্ছে। জলপথে ভারত-বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে লালগোলার এই নয়া বন্দর। লালগোলার পণ্ডিতপুরে চলছে বন্দর তৈরির কাজ। এপারে নয়াগ্রাম এবং ওপারে সুলতানগঞ্জের বন্দর দিয়ে হবে যোগাযোগ। নদীপথে প্রাথমিকভাবে কয়লা, বালি, পাথর ও ছাই-সহ বিভিন্ন দ্রব্য আদানপ্রদান চলবে। ভারত থেকে রেলপথ, সড়কপথ বা বিমানপথের পর এবার জলপথেও যাবে পণ্য। এই জলবন্দরটি তৈরি হলে লালগোলার অর্থনীতি যেমন আরও উন্নত হবে তেমনই দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মৈত্রী আরও দৃঢ় হবে। ২০১৫ সালে এই বিষয়ে ভাবনা শুরু হয়। ২০১৮-র মার্চে জমি ও নদী পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট দফতর। ২০২২-এর এপ্রিলে মৌ স্বাক্ষর হয়। ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫ বিঘা জমির ওপর তৈরি হচ্ছে লালগোলার বন্দরটি। খুব শীঘ্রই এটি চালু হয়ে যাবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট দফতর। আর এই বন্দরটি চালু হলেই এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে বলেই মানুষের আশা।

সোমবার অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারা দেশের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ওই দিন অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করল মোদি সরকার। উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক বিজেপি রাজ্য ওই দিন ছুটি ঘোষণা করেছে

বিজেপির রামরাজ্যের নমুনা!

বিনা দোষে জেল খাটল কিশোর, বুলডোজারে বাড়ি ভাঙল পুলিশ

প্রতিবেদন : এটাই কি বিজেপির রামরাজ্যের নমুনা? মধ্যপ্রদেশের আরও একটি ঘটনা দেখিয়ে দিল বিজেপি শাসিত রাজ্যে প্রশাসনিক পক্ষপাত, অনিয়ম আর নাগরিক-হেনস্থার ছবি। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে স্রেফ সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য বিনা অপরাধে এক কিশোর জেল খাটল টানা পাঁচ মাস। সেইসঙ্গে বিজেপি সরকারের পুলিশ বুলডোজার মাটিতে মিশিয়ে দিল তার পরিবারের বাসস্থান। আইনি বিচার পাওয়ার আগেই শাস্তির মুখে পড়তে হল ওই কিশোরকে। প্রশ্ন উঠছে, এটাই কি বিজেপির রামরাজ্যের তথাকথিত সুশাসন? বিরোধীদের অভিযোগ, সংখ্যালঘু পরিচয়ের কারণেই চরম হেনস্থার মুখে পড়তে হয়েছে কিশোর ও তার পরিবারকে।

ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়ন শহরে। ১৮ বছর বয়সি আদনান মনসুরির বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মীয় মিছিলে থুথু ফেলার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাতেই ১৫১ দিন বিচার বিভাগীয় হেফাজতে কাটাতে হয় তাকে। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার আগেই অভিযুক্তের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়, হঠাৎ করেই বেআইনি দখলদারির অভিযোগ এনে অতিসক্রিয় হয় প্রশাসন। কিশোর যখন জেলবন্দি, তখন তার পরিবারকে বসবাসের জন্য অন্য ঠিকানা খুঁজতে হয়। পাঁচ মাস জেলে থাকার পর ওই কিশোর জামিনে বেরিয়ে এসেছে। মজার ব্যাপার হল যে বড় অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে তড়িঘড়ি জেলে পোরা হল সেই মামলায় খোদ অভিযোগকারী এবং প্রধান সাক্ষী কিশোরকে শনাক্ত করতে অস্বীকার করেছেন। দুজনেই জানান, আদনানকে তাঁরা ঘটনাস্থলে দেখেননি। অভিযুক্ত কিশোরের নাবালক ভাই এবং আরেক সম্পর্কিত ভাইয়ের বিরুদ্ধেও এই মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি পুলিশ।

ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, গত বছরের ১৭ জুলাই যখন ভগবান মহাকালের একটি শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তখন দুই ভাই-সহ অভিযুক্ত আদনান নিজেদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে তা দেখছিল। শোভাযাত্রাটি তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বের হওয়ার সময় হঠাৎই সেখানে কেউ চিৎকার করে বারবার বলতে থাকে 'ওরা থুথু ফেলছে।' সঙ্গে সঙ্গে অতিসক্রিয়তা দেখিয়ে পুলিশ আদনান ও তার দুই ভাইকে আটক করে। দুদিন পর তাদের বাড়িও বুলডোজারে ভেঙে দেওয়া হয়। ক্ষমতাসীন বিজেপির মুখপাত্র আশিস আগরওয়াল তখন বলেছিলেন, যারা ভগবান শিবকে অপমান করে তাদের শিবতাণ্ডবের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। আদনান এবং তার ভাইদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা, শত্রুতা প্রচার, ধর্মীয় সমাবেশে বিঘ্ন ঘটানো এবং দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ আনা হয়। উজ্জয়নের বাসিন্দা সাওয়ান লটের অভিযোগে মামলাটি দায়ের করা হয়। নাবালক ভাইদের জামিন মঞ্জুর হলেও আদনানকে জেলেই থাকতে হয়। গত সোমবার, ইন্দোরে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের একক বিচারপতির বেঞ্চ আদনানকে জামিন দেয়। বিচারপতি উল্লেখ করেছেন, অভিযোগকারী সাওয়ান লট (সাক্ষী নম্বর ১) এবং অজয় খাতরা (সাক্ষী নম্বর ২) ট্রায়াল কোর্টের সামনে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং প্রসিকিউশনের মামলাকে সমর্থন করেননি। একটি সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের প্রশ্নের উত্তরে সাওয়ান লট বলেছেন যে আমি আদনানকে চিনি না। যে ছেলেটির ভিডিও আমাকে দেখানো হয়েছে, আমি তাকে চিনি না। ঘটনাস্থলে অন্য দুটি ছেলেকে দেখেছিলেন বলে জানান অভিযোগকারী। তাঁর মতে, কেন আদনানের বাড়ি ভাঙা হল তা তিনি জানেন না। এদিকে অভিযুক্তের আইনজীবী দেবেন্দ্র সিং সেঙ্গার বলেছেন, উচ্চ আদালত উল্লেখ করেছে যে অভিযোগকারী এফআইআরে উল্লিখিত প্রসিকিউশনের তত্ত্বকে সমর্থন করেননি। তিনি অভিযুক্তকে শনাক্ত করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে তিনি ঘটনাটি ঘটতে দেখেননি। প্রসিকিউশনের অন্য সাক্ষী, অজয় খাতড়াও প্রতিকূল ছিলেন এবং আদনানকে অভিযুক্ত অপরাধকারী হিসাবে চিহ্নিত করেনি। বিতর্ক বাড়তেই যে খারাকুওয়া থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, সেখানকার পুলিশ মুখে কুলুপ এঁটেছে।

সেনায় পদোন্নতি বাড়াতে নয়া নীতি

প্রতিবেদন : ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নতুন পদোন্নতি নীতি। এবার থেকে বছরে দুবার হবে সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি সংক্রান্ত বোর্ডের বৈঠক। চলতি মাস থেকে কার্যকর হওয়া নতুন পদোন্নতির যে সার্কুলার জারি হয়েছে সেখান থেকেই এ কথা জানা গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত, পদোন্নতি বোর্ড বছরে একবারই মিটিং করত। এক উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার মতে, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অস্ত্র ও সেবায় কেউ পিছিয়ে থাকলে তাকেও সামনে আনার জন্য এই নতুন নিয়ম করা হয়েছে। এ ছাড়াও, পদোন্নতি নীতিতে আগের সব বিভ্রান্তি দূর করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এখনও পর্যন্ত, সেনাবাহিনীর পদোন্নতির নিয়মগুলি বিভিন্ন পলিসি লেটারের উপর ভিত্তি করে ছিল এবং বিভ্রান্তি ছিল। কারণ, কিছু লোক প্রথম পলিসি লেটার উল্লেখ করতেন এবং কেউ কেউ দ্বিতীয় পলিসি লেটার উল্লেখ করতেন। ফলে সেখান থেকেই বিভ্রান্তি ছড়াতো।

এখন সেনাবাহিনীর জন্যে যে পলিসি তৈরি করা হয়েছে তা এমনভাবে, যাতে অন্তত ১০ বছরের জন্য কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন না হয়। যারা কর্মজীবনে মেজর জেনারেল (স্টাফ) হবেন তাদের জন্যও নতুন পদোন্নতির কথা বলা হয়েছে পলিসিতে। এখন একজন মেজর জেনারেল (স্টাফ) হলে তার কর্মজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে তিনি পৌঁছান এবং তিনি আর পদোন্নতি পান না। তবে নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এখন মেজর জেনারেল(স্টাফ)ও পদোন্নতি পেয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল (স্টাফ) হতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে।

ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে উপত্যকায় শহিদ জওয়ান, জখম ২

প্রতিবেদন : জম্মু ও কাশ্মীরের নওশেরায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে শহিদ হলেন এক জওয়ান। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও ২ জন। ভারতীয় সেনার তরফে শহিদ জওয়ানের নাম প্রকাশ করা হয়নি। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে টহল দিতে বেরিয়েছিলেন জওয়ানরা। সেই সময় মাটির নিচে পোঁতা ল্যান্ডমাইনের উপর না জেনেই পা দিয়ে দেন এক জওয়ান। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আহত হন আরও দুই জওয়ান। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এর আগে ডিসেম্বরের শেষে রাজৌরিতে একাধিকবার জঙ্গি হামলা হয়েছে। আহত হয়েছেন জওয়ানেরা। মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ জওয়ানের।

উত্তর ভারতে ঠান্ডা কমার লক্ষণ নেই!

প্রতিবেদন : লাগাতার আটদিন ধরে হাড়হিম ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারত। দিল্লি বিমানবন্দর, ইন্ডিয়া গেট-সহ বেশকিছু এলাকার দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নেমে এসেছে। পাল্লা দিয়ে কমছে দিল্লির বাতাসের গুণগত মানও। বৃহস্পতিবারও রাজধানী-সহ সংলগ্ন এলাকার বাতাসের গুণগত মান ছিল অতি খারাপ স্তরে।

প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে দরিদ্র ও ফুটপাতে বসবাসকারী মানুষ সরকারের দেওয়া রাতের বিশেষ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রির আশেপাশে। সেইসঙ্গে সকালে কুয়াশার দাপটও চলছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতি ও শুক্রবারের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়। দিল্লি-সহ আশপাশের এলাকায় মেঘলা আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, ঘন থেকে খুব ঘন কুয়াশা এবং শৈত্যপ্রবাহের অবস্থা আগামী পাঁচ দিন অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে এদিনও বাতিল করা হয়েছে বেশ কয়েকটি উড়ান, দেরিতে চলছে প্রায় ২০টি ট্রেন।

জন্মের প্রমাণপত্র হিসেবে আর গণ্য নয় আধার

প্রতিবেদন : জন্মের প্রমাণপত্র হিসেবে আর ব্যবহার করা যাবে না আধার কার্ড । কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, আধার কার্ড কোনওভাবেই জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আধার নম্বর শুধুমাত্র ব্যক্তির পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, ব্যাঙ্ক হোক বা পাসপোর্ট, দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই জন্মের প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ড নেওয়া হয়। কিন্তু এবার থেকে তা আর করা যাবে না। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল UIDAI। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে কেন্দ্রের যুক্তি, ইপিএফও-তে বহু সদস্য নিজেদের জন্মের প্রমাণপত্র হিসাবে আধার কার্ড জমা দিয়েছেন । তবে আধারের জন্য দেওয়া ব্যক্তির জন্ম তারিখ সঠিক কি না তা যাচাই করা হয় না। সেক্ষেত্রে, আধার কার্ডে থাকা জন্মের তারিখ যে সঠিক, সেই বিষয়েও কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। মনে করা হচ্ছে, সেই কারণেই আধারকে এবার থেকে জন্মের প্রমাণপত্র হিসেবে ধরা হবে না।

বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র

আধার কর্তৃপক্ষের তরফে ইপিএফও-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আধার কার্ড যেন কোনও ব্যক্তির জন্মের প্রমাণপত্র হিসাবে না ব্যবহার করা হয়। এটা শুধু ব্যক্তির পরিচয়পত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও এ ব্যাপারে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আত্মসমর্পণে বাড়তি সময় চেয়ে শীর্ষ আদালতে এবার বিলকিসের ধর্ষকরা

প্রতিবেদন : বিলকিস মামলায় ১১ জন ধর্ষকের মুক্তির সিদ্ধান্ত খারিজ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। গুজরাতের বিজেপি সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য ফাঁস করে কড়া সমালোচনা করেছেন বিচারপতিরা। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিলকিস বানো মামলায় ধর্ষণ ও খুনে দোষী সাব্যস্ত সব অপরাধীকেই ফিরে যেতে হবে জেলে। তবে অপরাধীদের কেউই এখনও আত্মসমর্পণ করেনি। বরং একেক জন একেক 'অজুহাতে' এড়াতে চাইছে জেলযাত্রা। এখনই জেলে যেতে না চেয়ে ৩ জন দোষী আবেদন করেছে সুপ্রিম কোর্টে। শুক্রবার শীর্ষ আদালতে সেই মামলার শুনানি।

আবেদনকারী সাজাপ্রাপ্তদের আইনজীবী বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নগরথানার বেঞ্চে এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা এই আবেদন করেছে তারা হল গোবিন্দভাই, রমেশ চন্দনা এবং মিতেশ ভাট। গোবিন্দভাইয়ের আবেদন, বৃদ্ধ বাবা-মার দেখভালের জন্য তাকে সময় দেওয়া হোক, রমেশের বক্তব্য ছেলের বিয়ের জন্য ৬ সপ্তাহ সময় চাই। তৃতীয়জন মিতেশ ভাটের অজুহাত, ফসল উৎপাদন করতে বাড়তি ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে। উল্লেখ্য, এই মামলায় অপরাধীদের আগাম জামিন দেওয়ার প্রেক্ষিতে গুজরাত সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। তাদের কীভাবে আগাম মুক্তি দেওয়া হয়েছিল সে নিয়ে প্রশ্নও তোলা হয়। সরকারের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়। এবার ওই সাজাপ্রাপ্তদের ৩ জন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে জানিয়েছে, তাদের যেন জেলে ফেরত যাওয়ার দিন কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হয়।

২০০২ সালে গুজরাত হিংসার সময় বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ

জেলে ফিরতে টালবাহানা

এবং তাঁর শিশুকন্যা-সহ পরিবারের সদস্যদের হত্যার ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাত সরকার। ২০২২ সালের ১৫ অগাস্ট মুক্তি পায় ওই সাজাপ্রাপ্তরা। বিজেপির তরফে এই অপরাধীদের ফুলের মালা-মিষ্টিতে স্বাগত জানানোর মতো কুৎসিত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করে গোটা দেশ। সরকারি তরফে সাফাই দেওয়া হয়, জেলে ওই ১১ অপরাধীর ব্যবহার দেখেই নাকি তাদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও সুপ্রিম কোর্ট গুজরাত সরকারকে কড়া ভর্ৎসনা করে এই যুক্তি শেষপর্যন্ত খারিজ করে দেয়। সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্ত রায়ে জানায়, ১১ জন আসামিকেই আগামী রবিবারের মধ্যে জেলে ফেরত যেতে হবে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্রিটেনের রাজকুমারী কেট মিডলটন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পেটে একটি অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেজন্য আগামী দু'সপ্তাহ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে রাজকুমারীর অসুস্থতা কী ধরনের তা নিয়ে জল্পনা ছড়ালেও গোপনীয়তা বজায় রেখেছে বাকিংহাম প্যালেস

এবার ইরানকে জবাব দিল পাকিস্তান

বিস্ফোরণে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা

প্রতিবেদন : মধ্যপ্রাচ্য ক্রমশ আরও অশান্ত হয়ে উঠছে। ইরানকে আগের হামলার কড়া জবাব দিল পাকিস্তান। বালুচিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিতে হামলার ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ইরানে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার ভোরে একের পর এক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পাক-ইরান সীমান্তে সারাভান শহর। এখনও পর্যন্ত এই হামলায় চার শিশু-সহ মোট ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার পাকিস্তানের বালুচিস্তানে জইশ আল-আদল নামে এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আকাশপথে হামলা চালায়। তারপরই ইরানকে প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ইসলামাবাদ। ইসলামাবাদের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের সিস্তান-ও-বালুচিস্তান প্রদেশে

পাল্টা হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। অন্যদিকে ইরানের এয়ারস্ট্রাইককে 'অবৈধ' উল্লেখ করে পাকিস্তানের দাবি, সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি লক্ষ্য করেই জবাব দেওয়া হয়েছে।

পাক বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা আধিকারিকদের তথ্যের ভিত্তিতে ইরানে থাকা একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠীর লুকানো স্থানে হামলা চালানো হয়েছে। জঙ্গিদের ঘাঁটি লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়। পাকিস্তানের নিজস্ব নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। দু'দিন আগে পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিতে মিসাইল হামলা চালিয়েছিল তেহরান। এদিন ইসলামাবাদ তার বদলা নিল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এর জেরে দুই পড়শি দেশের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গত মঙ্গলবার পাকিস্তানের বালোচ প্রদেশে তেহরানের হামলায় মৃত্যু হয় দু'জনের। তারপরেই পাকিস্তানের তরফে এর জবাব দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। নতুন করে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে এই হামলা শুরু হওয়ায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জটিলতা ও উত্তেজনা বাড়ল।

কূটনীতিককে তলব ইরানের

ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র নাসের কানানি বৃহস্পতিবার তাঁর দেশের সংবাদমাধ্যমে জানান, সিসতান বালুচিস্তান প্রদেশে পাকিস্তানের হামলা নিয়ে জবাব চেয়ে পাকিস্তানের কূটনীতিককে তলব করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে পাক হামলার কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে।

এডেন উপসাগরে মার্কিন জাহাজে ড্রোন হামলা, পাশে ভারতীয় নৌসেনা

প্রতিবেদন : ফের একবার বাণিজ্যতরীতে জলদস্যুদের ড্রোন হামলা। এবার এডেন উপসাগরে আক্রান্ত মার্কিন পণ্যবাহী জাহাজ। হামলার খবর পেয়েই আক্রান্ত জাহাজকে সাহায্য করতে সেখানে পৌঁছয় ভারতীয় নৌসেনা যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিশাখাপত্তনম। জানা গিয়েছে, বুধবার বেশি রাতে এডেন উপসাগরে মার্শাল আইল্যান্ডের নিশানবাহী বাণিজ্যতরী এমভি জেনকো পিকার্ডিতে ড্রোন হামলা চালানো হয়। আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতীয় নৌসেনার কাছে সাহায্য চায় জাহাজটি। খবর পেয়ে দ্রুতে উদ্ধারের জন্য সেখানে পৌঁছয় নৌসেনার জাহাজ। আইএনএস বিশাখাপত্তনম। জলদস্যুদের দমনে ওই এলাকায় মোতায়েন ছিল রণতরীটি। মনে করা হচ্ছে, এই হামলার পিছনে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের হাত রয়েছে। সূত্রের খবর, ২২ জন নাবিক ছিলেন জাহাজটিতে, যার মধ্যে ৯ জন ভারতীয়। হামলার জেরে জাহাজটি অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হলেও হতাহতের কোনও খবর নেই। বৃহস্পতিবার সকালেই এমভি জেনকো পিকার্ডিতে গিয়েছেন নৌসেনার ইওডি বিশেষজ্ঞরা। হামলায় জাহাজটির কী কী ক্ষতি হয়েছে তাঁরা তা খতিয়ে দেখেন। তবে বুধবারের এই হামলার পিছনে কারা রয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ইজরায়েল ও হামাস যুদ্ধের জেরে বর্তমানে রীতিমতো উত্তপ্ত লোহিত সাগর। সেখানে একের পর এক পণ্যবাহী জাহাজে ড্রোন হামলা চালাচ্ছে হুথি জঙ্গিগোষ্ঠী। এডেন উপসাগরে এই হামলার নেপথ্যেও হুথি জঙ্গিরা রয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

মাদক আর কালাশনিকভেই শেষ হচ্ছে দেশ, মন্তব্য পাক প্রধান বিচারপতির

প্রতিবেদন : খোদ দেশের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যই বুঝিয়ে দিল পাকিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতি ঠিক কীরকম। সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠা এই দেশে আন্তর্জাতিক তকমা পাওয়া কুখ্যাত জঙ্গিদের আড়াল করে রেখেছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। বারবার এই অভিযোগ করে ভারত। এবার খোদ পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যেও উঠে এল সেকথা। পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি কাজি ফয়েজ ইসা মন্তব্য করলেন, মাদক আর কালাশনিকভ সংস্কৃতি শেষ করে দিচ্ছে দেশটাকে। দেশের প্রধান বিচারপতির এহেন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পাক সরকার।

পাকিস্তানের মাটিতে নিষিদ্ধ অস্ত্রের বাড়বাড়ন্তের জেরে সম্প্রতি এক নির্দেশিকা জারি করেছে পাক সরকার। ওই সব অস্ত্রের লাইসেন্সের বিষয়ে তথ্য চেয়ে দেশের একাধিক কর্তৃপক্ষকে নোটিশ জারি করেছে আদালত। এই ইস্যুতেই সে-দেশের প্রধান বিচারপতি কাজি ফয়েজ ইসা বলেন, মাদক আর কালাশনিকভ দেশটাকে ধ্বংস করছে। পৃথিবীর কোথাও বড় গাড়িতে চেপে চোখে রঙিন চশমা লাগিয়ে কালাশনিকভ হাতে করে কেউ ঘুরতে যায় না। ইসা বলেন, এমনকী তাঁকেও অস্ত্র রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আদালতে এক চুরির মামলার শুনানি চলাকালীন এই মন্তব্য করতে দেখা যায় পাক প্রধান বিচারপতিকে।

সম্প্রতি একটি মামলায় উঠে এসেছে, চোর গৃহস্থের বাড়ি থেকে সমস্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে চুরি করেছে নানা আগ্নেয়াস্ত্রও। এই মামলা প্রসঙ্গেই বিচারপতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত জানতে চান, দেশে কতগুলি নিষিদ্ধ অস্ত্রকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে? নিষিদ্ধ অস্ত্র নিয়ে নির্দেশিকার অনুলিপি পাঠানো হয়েছে অভ্যন্তরীণ সচিব এবং প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্রসচিব, ইন্সপেক্টর জেনারেল, পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রাদেশিক অ্যাডভোকেট জেনারেলদেরও।

মন্দির উদ্বোধনের আগে রামের নামে বিশেষ ডাকটিকিট

প্রতিবেদন : রামমন্দিরের স্মারক হিসেবে মন্দির উদ্বোধনের আগে বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার মোট ৬টি ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে। গণেশ, হনুমান, জটায়ু, রামমন্দির, কেবতরাজ ও মা শবরীর ছবি দিয়ে আলাদাভাবে বানানো হয়েছে ডাকটিকিটগুলি। এছাড়া বিশ্বের নানা প্রান্তে রামের ছবি দিয়ে যতগুলি স্ট্যাম্প প্রকাশিত হয়েছে সবগুলি সংকলিত করে একটি বইও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

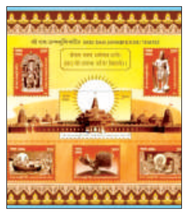

পিকনিকে দুর্ঘটনা, ছাত্র ও শিক্ষক-সহ ১৬ জনের মৃত্যু

গুজরাত

প্রতিবেদন : গুজরাতের ভদোদরা লাগোয়া হরনি লেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পিকনিকে গিয়ে উল্টে গেল স্কুল পড়ুয়াদের বোট। ২ শিক্ষক ও পড়ুয়া-সহ ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। বাকিদের খোঁজ চলছে। লেকে বোটিংয়ের সময় এই দুর্ঘটনা বলে জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, শিক্ষক বা পড়ুয়া কেউই লাইফ জ্যাকেট পরে ছিলেন না। ঘটনাস্থলে পৌঁছে জোরকদমে উদ্ধারকাজ চালায় এনডিআরএফ। জানা গিয়েছে, ওই পড়ুয়ারা ভদোদরার নিউ সানরাইজ স্কুল থেকেই পিকনিকে যায়। প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা কয়েকজন পড়ুয়াকে উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে দমকল কর্মীরাও সেখানে উপস্থিত হয়ে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

কলকাতা বইমেলা হবে বিশ্বসেরা

(প্রথম পাতার পর)

এই বইমেলায় মুখ্যমন্ত্রীর ৭টি বই প্রকাশিত হয়। সর্বসাকুল্যে ১৪৩টি বই পাঠকের কাছে পৌঁছেছে। তাঁর প্রতিশ্রুতি, আগামী বছর তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫০-এর মাইলস্টোন ছোঁবে। কীভাবে লেখেন সেকথা বলতে গিয়ে বলেন, সময় কম। সুবিধা হয় কেউ লিখে দিলে। কিন্তু পথ চলতে চলতেই লিখে ফেলি। অতীতের বইমেলার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে বইমেলা অনেক ছোট জায়গায় হত। নানা বিষয়ে বিতর্ক হত। এখন অনেক বড় জায়গা। স্টলের গায়ে স্টল লেগে যাওয়ার ঘটনা নেই। সেন্ট্রাল পার্ক বইমেলার জন্যই দেওয়া হয়েছে। এটাই এখন বইমেলা প্রাঙ্গণ। সরকার বইমেলা কমিটিকে সবরকমভাবে সাহায্য করে। কারণ, সরকারের সাহায্য ছাড়া এতবড় মেলা সংগঠিত করা প্রায় অসম্ভব।

থিম কান্ট্রি ব্রিটেন। ব্রিটেনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেউ আমার জিজ্ঞেস করলে বলব, আমি লন্ডনের সব রাস্তা চিনি। পায়ে হেঁটে ঘুরেছি লন্ডন। কারণ, হাঁটতে ভালবাসি। বাংলার বহু মানুষ ওখানে থাকেন। কেউ পড়াশুনা করেন। কেউ চাকরি করেন। মুখ্যমন্ত্রী বইমেলায় নিজের লেখা কবিতাপাঠ করেন। কবিতাটি এই রকম-- ব্যস্ততম বিকেলের দীর্ঘতম সন্ধ্যায়, জমে উঠেছিল বইমেলা বইপ্রেমীদের পবিত্র ছোঁয়ায়/ ধুলা মন্দিরের দুর্লভ সন্ধ্যায় কত মানুষের কাঙ্ক্ষিত আনাগোনায়/ কিছু মুহূর্ত দেখা হল বইপ্রেমী তোমার ও আমার। বহু মানুষই নিজেদের প্রচারে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু বাংলা একটু আলাদা। তারা পথ দেখায়। আমি সকলকে আহ্বান কবর, একটু সময় বের করে বই পড়ুন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী পর পর উদ্বোধন করেন বেশ কিছু স্টল। এরমধ্যে রয়েছে কলকাতা পুলিশের স্টল। এখানে তিনি পুলিশের ব্যাজ পরেন। ডিসপ্লে করা অস্ত্রগুলির খোঁজখবর নেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মণ্ডপে যান। ভারতীয় সংবিধানের আদলে তৈরি জাগোবাংলা স্টলে এসে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত অভিভূত। বলেন, মেলার সেরা স্টল। উদ্বোধন করেন। লোকশিল্পীদের সঙ্গে ছবি তোলেন। বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গত করেন। আয়োজকদের একগুচ্ছ নির্দেশ দেন। কবিতায় বলেন, জাগোবাংলা জাগো/নব কলবরে জাগো/সার্থক হও মাগো/পরিপূর্ণতায় জাগো। এ বছর বইমেলায় আগামী ২১ জানুয়ারি শিশু দিবস পালিত হবে এবং ওইদিন গিল্ডের তরফে বাচ্চাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে। প্রবীণদের জন্য ২৪ জানুয়ারি 'সিনিয়র সিটিজেন ডে' পালিত হবে। ৩১ জানুয়ারি রাত ন'টায় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

২২-এ নেত্রীর সর্বধর্ম মিছিল

(প্রথম পাতার পর)

সেই দিক থেকে ২২ জানুয়ারির সংহতি মিছিল কলকাতা ও রাজ্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক সর্বধর্ম মিছিল হতে যাচ্ছে।

আর রামমন্দিরকে সামনে রেখে এই সংহতি মিছিল আটকানোর নোংরা রাজনীতি করতে গিয়ে আদালতের থাপ্পড় খেয়েছে গদ্দার অধিকারী। আদালতে ধোপে টিকল না তার আপত্তি। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন এই আবেদন। কলকাতার পাশাপাশি ওই দিন বেলা ৩টেয় রাজ্যের সব জেলায়-ব্লকেও হবে সর্বধর্ম মিছিল।

কাটল ধূপগুড়ির জটিলতা

(প্রথম পাতার পর)

প্রচারে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার সভা থেকেই মানুষকে কথা দিয়েছিলেন ধূপগুড়ি মহকুমা হবে। পরবর্তীতে স্পেন যাত্রার আগে নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, ধূপগুড়ি মহকুমা হবে। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সমস্ত কাজ সেরে ফেলে এর পরেই। অবশেষে সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে এবং আইনি জটিলতা কাটিয়ে ধূপগুড়ি মহকুমার মর্যাদা পেতে চলেছে।

প্রয়াত হয়েছেন সলমন খান অভিনীত ‘এক থা টাইগার’ ছবির অ্যাকশন ডিরেক্টর কনরাড পালমিসানো। ক্যাটরিনা কাইফ এবং কবির খান তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন

ফের চর্চায় সন্ন্যাসী দেশনায়ক

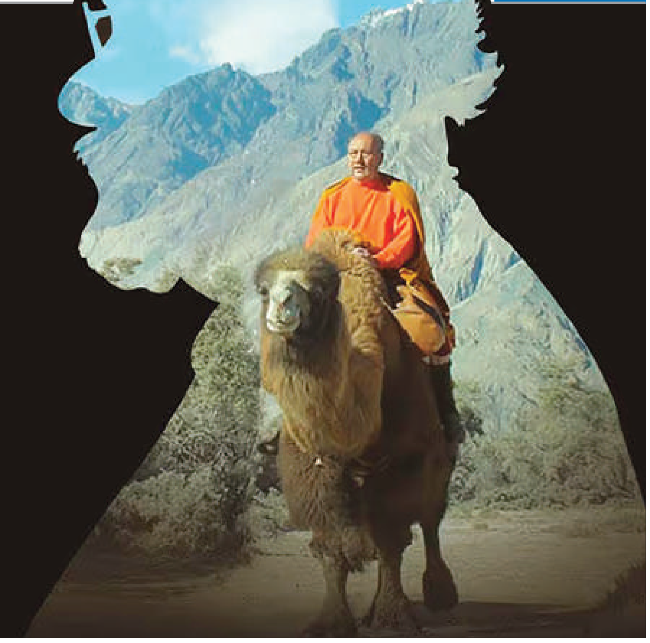

ফ্রান্সের চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত 'সন্ন্যাসী দেশনায়ক'। গল্পের মূল আধার গুমনামী বাবা, যাঁকে অনেকেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মনে করেন। ওই চরিত্রে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় অনবদ্য। মুক্তি পেয়েছিল আগেই। দর্শকদের আবদারে ফের তৈরি হয়েছে মুক্তির সম্ভাবনা। ছবির পরিচালক **অল্লানকুসুম ঘোষ**। নেতাজি-জয়ন্তীর আগে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

■ সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার এসেছে ‘সন্ন্যাসী দেশনায়ক’ ছবির ঝুলিতে। পুরস্কারটা সম্পর্কে একটু বলবেন?

☞ ফ্রান্সের প্যারিস এবং টুলুস শহরে চলচ্চিত্র উৎসব হয়। সেখান থেকে আমন্ত্রণ আসে। আমার ‘সন্ন্যাসী দেশনায়ক’ ছবিটা পাঠাই। ফ্রেঞ্চ সাবটাইটেল-সহ। যদিও নিজে যেতে পারিনি। ছবিটা সমাদৃত হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা। তাঁরা আরও জানান, ছবিটা সংগীতের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। সংগীত মানে, আবহ এবং গান, দুটো মিলিয়ে। ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। আন্তর্জাতিক এই সাফল্যে আমরা দারুণ খুশি।

■ ছবিটা এখানে আগেই মুক্তি পেয়েছে। কতটা উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল দর্শকদের মধ্যে? কী অভিমত ছিল চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের?

☞ এখানে নন্দন-সহ ৩২টা সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছিল। তার আগে দিল্লি এবং মুম্বাইয়ে প্রদর্শিত হয়। দিল্লিতে বহু বিশিষ্ট মানুষ ছবিটা দেখেন। প্রশংসা করেন। বাংলা তাঁদের ফাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ না হওয়া সত্ত্বেও। তবে ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মূল চরিত্রে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয় সহজেই ছবির প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ বাড়িয়েছে, গল্পটা বুঝতে সাহায্য করেছে। মুম্বইয়ে ছবিটা দেখেছেন সুরকার মন্টি শর্মা, গায়ক অনুপ জালোটা, চিত্রশিল্পী সমীর মণ্ডল প্রমুখ। প্রত্যেকেই ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। কলকাতায় প্রিমিয়ার হয়েছিল আইসিসিআর-এ। সিনেমা জগৎ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা দেখেছেন। ভাললাগার কথা জানিয়েছেন। ছবিটা সমাদৃত হয়েছে মূলত চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের কাছে।
নন্দন-২ প্রেক্ষাগৃহে তিন সপ্তাহ হাউসফুল ছিল। ফলে সাধারণ দর্শকদেরও ভাল লেগেছে।
বাকি প্রেক্ষাগৃহগুলিতে পাওয়া গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

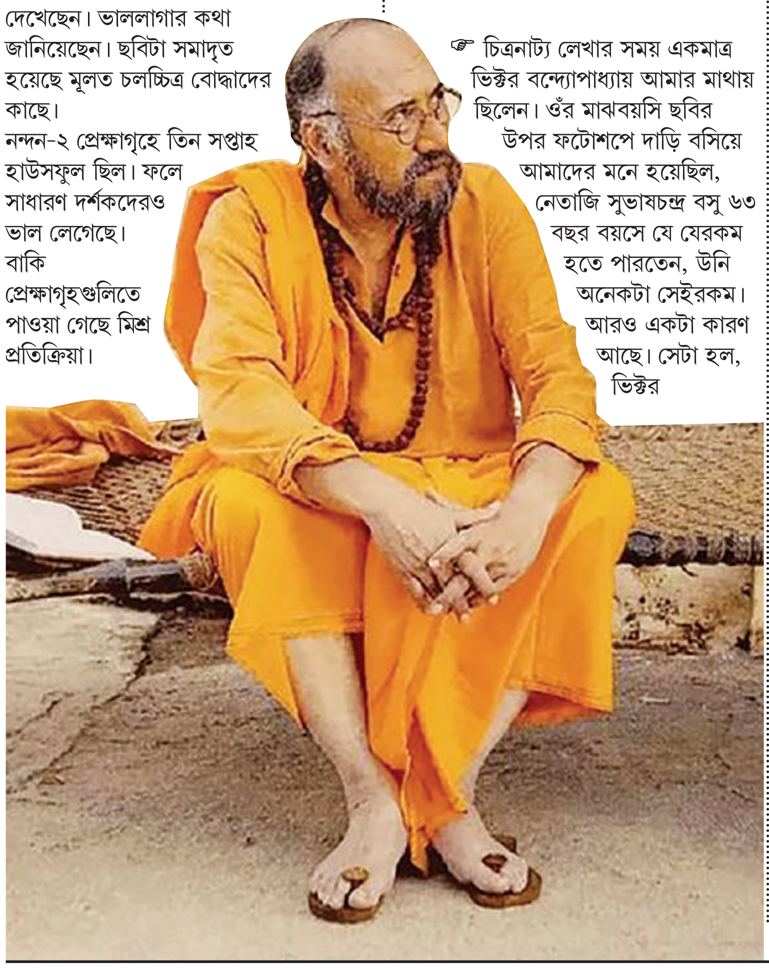

■ ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ভাবলেন কেন? উনি তো মাঝে দীর্ঘদিন বাংলা ছবি থেকে দূরে সরে ছিলেন। কীভাবে রাজি করালেন?

☞ চিত্রনাট্য লেখার সময় একমাত্র ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মাথায় ছিলেন। ওঁর মাঝবয়সি ছবির উপর ফটোশপে দাড়ি বসিয়ে আমাদের মনে হয়েছিল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৬৩ বছর বয়সে যে যেরকম হতে পারতেন, উনি অনেকটা সেইরকম। আরও একটা কারণ আছে। সেটা হল, ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া দ্বিতীয় কোনও অভিনেতা নেই যিনি বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি তিনটি ভাষা সাবলীল ভাবে বলতে পারেন। নেতাজি চরিত্রে তিনটি ভাষায় সাবলীল দখল থাকা দরকার ছিল। কারণ সন্ন্যাসী জীবন যাপনের সময় উত্তরপ্রদেশে থাকাকালীন খুব ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কারও কাছে তিনি বাংলা বলতেন না। দরকার ছিল খুব চোস্ত হিন্দি। তাই আমার কাছে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সেকেন্ড অপশন ছিল না। মুসৌরিতে ওঁর বাড়িতে গিয়ে বলেছিলাম, আপনি না করলে ছবিটা হবে না। শুনে হেসেছিলেন এবং সম্মতি দিয়েছিলেন। ওঁকে সাইন করিয়েছিলাম ২০১৫ সালে। ২০১৬-র সরস্বতী পুজোর দিন শ্যুটিং শুরু হয়। তখন উনি একেবারেই বাংলা সিনেমার মধ্যে ছিলেন না। যদিও পরে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। ‘ঘরে-বাইরে’র পরে এত বড় চরিত্রে বাঙালি দর্শকরা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব বেশি দেখেননি। কয়েকটি হিন্দি এবং ইংরেজি ছবিতে অবশ্য বড় চরিত্রে ওঁকে দেখা গেছে। একটি ছবিতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাওয়া আমাদের কাছে একটা বড় ব্যাপার। ছবিটা মুক্তি পেয়েছে ২০২২-এর ৪ নভেম্বর।

■ ২০১৬-য় শ্যুটিং শুরু। মুক্তি পেল ২০২২-এ। এই বিলম্বের কারণ কী? শ্যুটিং কোথায় হয়েছে?

☞ প্রায় ১৩টা লোকেশনে শ্যুটিং হয়েছে। ফলে বাজেট অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন লোকেশনে শ্যুট করেছি। কলকাতায় শ্যুটিং হয়েছে নেতাজি মূর্তির পাদদেশে, নেতাজি ভবনের সামনে। সুন্দরবনে গোটা তিনেক লোকেশনে শ্যুটিং হয়েছে। এছাড়াও শ্যুটিং হয়েছে লেহ-লাদাখে। এই ছবিতে নেতাজির ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, রাশিয়া

শ্যুটিংয়ে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অল্লানকুসুম ঘোষ

থেকে চিন হয়ে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। কাজাকিস্তান এবং মঙ্গোলিয়ার মাঝখান দিয়ে। কাজাকিস্তান এবং মঙ্গোলিয়ায় যাওয়ার বাজেট আমাদের ছিল না। তবে লেহ-লাদাখের সঙ্গে ওই জায়গাগুলোর অনেক মিল। তাই লেহ-লাদাখে শ্যুট করেছি। শ্যুটিং হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর ধরে। দু-তিনবার বড় বড় ব্রেক হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে। বহু বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে শেষমেশ ছবিটা শেষ করা গেছে। দর্শকদের দেখাতে পেরেছি। সেই ছবি সংগীতের জন্য পেল আন্তর্জাতিক পুরস্কার। এর থেকে আনন্দের কিছু হতে পারে না। পুরস্কারটা আমরা আনতে যেতে পারিনি। উদ্যোক্তারাই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

■ একই বিষয়ে বাংলায় আরও একটি ছবি তৈরি হয়েছিল। ফলে একটা তুলনা এসেই যায়। সেই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী? দেখেছেন ওই ছবিটা?

☞ আমার ছবিটা যখন মাঝপথে, ২০১৮ সাল নাগাদ সৃজিত মুখোপাধ্যায় একই বিষয়ে তৈরি করলেন ‘গুমনামী’। দেখেছি ছবিটা। তিনি তাঁর মতো ভেবেছেন। অসাধারণ নির্মাণ। বিখ্যাত প্রযোজনা সংস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছে। ফলে প্রচার এবং সাড়া পেয়েছে দারুণ। আমরা অতটা প্রচার পাইনি। তবে যাঁরা আমাদের ছবিটা দেখেছেন, তাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, গুমনামী বাবার চরিত্রে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন, আর কোনও অভিনেতার পক্ষে ওই উচ্চতার পৌঁছনো সম্ভব হয়নি, হবেও না।

■ সামনেই ২৩ জানুয়ারি। নেতাজি-জয়ন্তী। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্তি ছবিটা ঘিরে আগ্রহ তৈরি করেছে। আবারও মুক্তির কথা ভাবছেন?

☞ অবশ্যই মুক্তির কথা ভাবছি। আমি চাই দর্শকদের সামনে ছবিটা নতুনভাবে আসুক। সমাজ মাধ্যমে বহু মানুষ দাবি জানাচ্ছেন, আবদার করছেন। হয়তো আবার দেখানো হবে তাঁদের দাবি মেনে। আসলে কোনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা তৈরি করিনি। মূল কারণ ছিল, নেতাজি রহস্য যে অন্ধকারের মধ্যে আটকে আছে, তার উপর আলোকপাত করা। এর আগে আমি একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছিলাম। সেখানে ছিল বহু বিশিষ্ট মানুষের বক্তব্য। তাঁদের কথায় স্পষ্ট হয়েছে, গুমনামী বাবাই নেতাজি। তথ্যচিত্রটা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ‘সন্ন্যাসী দেশনায়ক’ ছবিতেও রয়েছে তথ্যচিত্রের আদল। আমাদের দীর্ঘ গবেষণার ফসল এই ছবি। এখানে অভিনয় করেছেন কয়েকজন নেতাজি গবেষকও। রিয়েল ক্যারেক্টার হিসেবে। কাজটা বেশ কঠিন ছিল। তবে করতে পেরেছি। যে-কোনও কারণেই হোক, নেতাজি রহস্য সাধারণ মানুষ আজও জানতে পারলেন না। আমার ধারণা, আমাদের এই ছবি তাঁদের জিজ্ঞাসাকে আরও তীব্রতর করে তুলবে। তাই ছবিটা আরও বৃহত্তর দর্শকদের কাছে, বিশেষত ছাত্রসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। নতুন বছর নেতাজি-জয়ন্তীকে সামনে রেখে সেই উদ্যোগ নিচ্ছি। প্রেক্ষাগৃহের পাশাপাশি ওটিটি রিলিজের কথাও ভাবছি।

মাঠে ময়দানে
19 January, 2024 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৪ বছর পর প্রিয় ইডেনে অভীক চৌধুরী। দুর্ঘটনায় প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার জীবন পেলেও হারিয়েছেন খেলাকে

আজ সুপার কাপ ডার্বি, বেঞ্চে নেই হাবাস

হুঙ্কার ক্লিফোর্ডের, যুক্তি কার্লেসের

দ্বৈরথ মোহনবাগান প্র্যাকটিসে দিমিত্রি। পাশে ইস্টবেঙ্গলের মহড়ায় ক্লেটন। ভুবনেশ্বরে।

প্রতিবেদন : নেই-এর তালিকা বেশ লম্বা। সাহাল আব্দুল সামাদ, লিস্টন কোলাসো-সহ সাত ফুটবলার জাতীয় দলে। এর বাইরে আনোয়ার আলি, আশিক কুরুনিয়ন চোটের কারণে আগে থেকেই নেই। দলের সেরা ন'জন ফুটবলারকে ছাড়া মরশুমের তৃতীয় ডার্বি খেলতে নামছে মোহনবাগান। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিকের ধাক্কা সামলে সুপার কাপে গ্রুপের প্রথম দুই ম্যাচ জিতলেও সবুজ-মেরুন রক্ষণের দুর্বলতা প্রকট। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা বলছেন, মোহনবাগানকে হারানোর এটাই সেরা সুযোগ। সব দেখেশুনে সতর্ক লাল-হলুদ শিবির। তবে কান্নাকাটি করতে রাজি নন মোহনবাগানের সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। সব মিলিয়ে ভুবনেশ্বরে বড় ম্যাচের উত্তাপ চড়ছে। কলকাতা থেকে দুই প্রধানের সমর্থকদের ঢল নেমেছে মহানদীর তীরে।

টিডি থেকে ফের সবুজ-মেরুন কোচের হটসিটে বসা অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস ডার্বিতে ডাগ-আউটে থাকতে পারছেন না। ফলে দুই স্প্যানিশ কোচের সরাসরি দ্বৈরথ দেখা যাবে না। হাবাস গ্যালারি থেকেই কোচিং করাবেন। কারণ, ফেডারেশন থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র এসে পৌঁছয়নি। ভারতীয় দলের প্রাক্তন মিডিও ক্লিফোর্ডই গত দুই ম্যাচের মতো বড় ম্যাচেও দায়িত্ব সামলাবেন। তবে টিমের স্ট্যাটেজি থেকে দলগঠন সবটাই করবেন হাবাস। কোচ হিসেবে ক্লিফোর্ডের জীবনে প্রথম ডার্বি। কোনও অজুহাতের রাস্তায় না হেঁটে ইস্টবেঙ্গলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন প্রাক্তন গোয়ান ফুটবলার। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে ক্লিফোর্ড বললেন, ''অনেকে অনেক কথা বলছে ঠিকই, আমার কিন্তু ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা নেই। শুধু ডিফেন্স নিয়ে ভাবতে যাব কেন? ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য নিজেদের পুরোপুরি গুছিয়ে নামতে হবে। ডিফেন্স তার একটা অঙ্গ। আমি কিন্তু দলের ডিফেন্স নিয়ে সন্তুষ্ট। আমাদের ৮-৯ জন নেই। যারা আছে তারা যদি নিজেদের ১০০ শতাংশ দেয়, তাহলেই আমরা জিতব। ডার্বি নিয়ে অতিরিক্ত চাপ নিতে চাই না। কে, কত ভাল দল, সেটা মাঠেই দেখা যাবে।''

শুক্রবারের ম্যাচের উপর নির্ভর করছে, গ্রুপ সেরা হয়ে কোন দল সেমিফাইনালে যাবে। পয়েন্ট ও গোল পার্থক্য সমান হলেও অঙ্ক বলছে, ডার্বি ড্র করলেই শেষ চারে যাবে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু মোহনবাগানকে জিততেই হবে। সতর্ক ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে পাল্টা জবাব দিয়ে বলেছেন, ''আমাদের দলের কি কেউ নেই জাতীয় দলে? আমাদেরও তো দু'জন নেই। হরমনজ্যোৎ খাবরা, মন্দার রাওয়ের চোট। অতীতে অনেক ম্যাচে দেখা গিয়েছে, ড্রয়ের জন্য খেলতে নেমে হারতে হয়েছে। তাই আমরা জিততেই সেমিফাইনাল খেলতে চাই। মরশুমের প্রথম ডার্বির আগে অনেকেই বলেছিল, আমরা পাঁচ গোলে হারব। কিন্তু আমরা জিতে মাঠ ছেড়েছিলাম। ওদের দিমিত্রি, হুগোর মতো ম্যাচ উইনার থাকলে আমাদেরও ক্লেটন রয়েছে। ছেলেরা আত্মবিশ্বাসী এবং ফোকাসড। ডার্বিতে সমর্থকদেরও বড় ভূমিকা থাকে। আমরা তৈরি।'' তবে রেফারিং নিয়ে উদ্বেগ গোপন করেননি ইস্টবেঙ্গল কোচ।

তেতে আছেন দু'দলের ফুটবলাররাও। ডার্বিতে এখনও গোল না পাওয়া লাল-হলুদের ক্লেটন সিলভা বলেছেন, ''গোল করতে চাই, তবে আমার গোলের থেকে দলের জয়টাই আসল।'' পাল্টা মোহনবাগানের অস্ট্রেলীয় ডিফেন্ডার ব্রেন্ডন হ্যামিল বলেন, ''বিপক্ষের আক্রমণ থামিয়ে দিতে প্রস্তুত আমরা।''

সুপার কাপে আজ

মোহনবাগান বনাম **ইস্টবেঙ্গল**
(ভুবনেশ্বর, সন্ধ্যা ৭.৩০,
সরাসরি জিও সিনেমায়)

টিম গেম খেলায় এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল

মানস ভট্টাচার্য

মরশুমের শুরুতে ডুরান্ড কাপের দু'টি ডার্বিতে দুই প্রধান একবার করে জিতেছিল। আইএসএলে এখনও এবার বড় ম্যাচ হয়নি। তার আগেই সুপার কাপে ডার্বি খেলতে হচ্ছে। এবার কিন্তু একটু হলেও ইস্টবেঙ্গলকে ডার্বিতে এগিয়ে রাখতে হচ্ছে। শুধু মোহনবাগানের কোচ বদল বা মূল দলের ৯ জন ফুটবলারের না থাকার কারণেই নয়, আমি ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে রাখছি তাদের উজ্জীবিত ফুটবল দেখে। এই জায়গায় মোহনবাগান এখনও পর্যন্ত পিছিয়ে। সুপার কাপের আগে আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিকের পর মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যাচ্ছিল। ভুবনেশ্বরে ওদের প্রথম দু'টি ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে, সেই আত্মবিশ্বাসটা এখনও পূর্ণমাত্রায় ফেরেনি।

আশা করি ডার্বির ঐতিহ্য, উত্তাপ, পরিবেশ মোহনবাগান ফুটবলারদের ভাল ফুটবল খেলতে উৎসাহিত করবে। জুয়ান ফেরান্দো চলে যাওয়ার পর অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাস ফের দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। যদিও শুনছি, ডার্বিতে বেঞ্চে বসতে পারবেন না হাবাস। তবে এটা এখন কোনও সমস্যা নয়। হেড কোচ গ্যালারিতে থাকলেও তাঁর বার্তা মোবাইলের মাধ্যমে ডাগ আউটে তাঁর সহকারীর কাছে ঠিকই পৌঁছে যায়। তাছাড়া হাবাসের তৈরি করে দেওয়া স্ট্র্যাটেজিতেই মোহনবাগান মাঠে নামবে। দু'দলের মধ্যে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের নিরিখে মোহনবাগান হয়তো এগিয়ে রয়েছে। দিমিত্রি পেত্রাতোস, হুগো বুমোস, আর্মান্দো সাদিকুরা নিজেদের দিনে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে থাকবে টিম গেমে। ফুটবলে এটাই আসল। ওদের ক্লেটন সিলভা গোলের মধ্যে। জেভিয়ার সিভেরিও আগের ম্যাচে গোল পেয়েছে। সাউল ক্রেসপো মাঝমাঠে ওয়ার্কলোড নিচ্ছে। সৌভিক (চক্রবর্তী) ভাল খেলছে। রক্ষণে হিজাজি মাহের দারুণ নির্ভরতা দিচ্ছে। কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের অসাধারণ গেম রিডিং। সব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গলকে এখন অনেক গোছানো দল মনে হচ্ছে। তাই ইস্টবেঙ্গলকেই আমি এগিয়ে রাখছি।

জয়ের খোঁজে বাংলা

সোহিনী সাউ

শুক্রবার ইডেনে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে নামছে বাংলা। লক্ষ্য, ঘরের মাঠে চেনা পরিবেশে রঞ্জিতে প্রথম জয় ছিনিয়ে আনা। দুই ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট চার। ছত্তিশগড় ১০ পয়েন্ট নিয়ে এলিট গ্রুপ 'বি'-তে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। অসমকে রবি কিরণরা সরাসরি হারিয়েছে। রঞ্জির নক আউটে যেতে বাকি পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জিততে হবে বাংলাকে। এই ম্যাচেও মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণকে পাওয়া যাবে না। তবে এসব ভেবে বাড়তি চাপ নিতে চায় না বঙ্গ বিগ্রেড। অধিনায়ক মনোজ জানিয়ে দিলেন, দল তৈরি। বোনাস-সহ সাত পয়েন্টের জন্য ঝাঁপাবেন তাঁরা।

করণ লালকে পরামর্শ মনোজের।

মনোজ বলেন, "দলের কয়েকজন ক্রিকেটার নেই বলে জুনিয়রদের ওপর চাপ দেব না। আমাদের হাতে যারা আছে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সেরাটা দিতে হবে। উত্তরপ্রদেশকে ৬০ রানে অলআউট করলাম। বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিও দারুণ করল কাইফ। কিন্তু আবহাওয়ার জন্য জিতিনি।"

স্টান্স বদলানোর চিন্তা করছেন মনোজ। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটিং নিয়ে সন্তুষ্ট নন তিনি। কেরিয়ারের শুরুতে যেভাবে স্টান্স নিয়ে ব্যাট করতেন ঠিক সেভাবেই শেষ রঞ্জি মরশুমে ব্যাট করতে চান। প্রদীপ্ত প্রামাণিক এবং করণ লালের মধ্যে একজন স্পিনারকে বসিয়ে অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর ইঙ্গিত দিয়ে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বললেন, "রঞ্জত সিং খয়রা এবং শুভম চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে একজনের অভিষেক হবে।" সবুজ উইকেট হলেও তাতে বোলাররা কতটা সুবিধা পাবে ধন্দে রয়েছে দল। তাই তিন পেসারের সঙ্গে এক স্পিনারেই যেতে চায় বাংলা। এদিন প্র্যাকটিসে হাজির ছিলেন ১৬ বছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্রিকেটজীবন শেষ হয়ে যাওয়া অভীক চৌধুরী।

রক্ষণের ভুলেই হার সুনীলদের

ভারত ০ উজবেকিস্তান ৩

দোহা, ১৮ জানুয়ারি : প্রচুর সমর্থন নিয়ে দোহায় এশিয়ান কাপের ম্যাচ খেললেও হতাশ করল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সুনীল ছেত্রীদের লড়াই প্রশংসিত হয়েছিল। নক আউটের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে পয়েন্ট পাওয়ার আশায় ছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু ফিফা ক্রমতালিকায় ৬৮ নম্বরে থাকা উজবেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেও পেরে উঠল না ইগর স্টিমাচের দল। ০-৩ গোলে হার ভারতের। কিছু ব্যক্তিগত ভুলের মাশুল দিতে হল। গ্রুপে দুই ম্যাচ খেলে কোনও পয়েন্ট না নিয়ে লাস্টবয় ভারত। শেষ ম্যাচ সিরিয়ার বিরুদ্ধে। নক আউটে যাওয়ার আশা কার্যত শেষ।

ভারতীয় রক্ষণকে থিতু হওয়ার সুযোগ না দিয়ে প্রথমার্ধেই তিন গোল করে দেয় উজবেকিস্তান। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া লড়াই করেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি সুনীল, রাহুল কেপিরা। ফলে প্রথমার্ধের স্কোরলাইনেই ম্যাচ শেষ হয়। ৪ মিনিটের মাথায় রক্ষণের ভুলে প্রথম প্রথম গোল হজম ভারতের। ম্যাচে প্রথম আক্রমণ শানিয়েই গোল তুলে নেয় উজবেকিস্তান। গোলদাতা উজবেক মিডফিল্ডার ফাজুলায়েভ।

১৮ মিনিটে গোলের ব্যবধান দ্বিগুণ করে উজবেকিস্তান। রাহুল ভেকের ভুল, দিশেহারা রক্ষণের সুযোগ নিয়ে গোল করেন ইগর সারগিভ। বিরতির আগে শেষ দশ মিনিট আক্রমণ শানিয়ে খেলায় ফেরার চেষ্টা করলেও গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ হন সুনীলরা। তার মধ্যেই নাওরেম মহেশ, সুনীল ও আকাশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিরতির আগেই ৩-০ করে ফেলে উজবেকিস্তান। গোলদাতা নাসরুল্লায়েভ।

গোল হজম করায় হতাশ সুনীল। দোহায়।

তিন গোলে পিছিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া লড়াই করে ভারত। বার তিনেক গোল করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিলেন সুনীলরা। মনবীরের পরিবর্ত হিসেবে নামা রাহুল কেপির শট পোস্টে লেগে ফেরে। সুনীলের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সুযোগ নষ্ট করেন আকাশও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাবা হওয়ার পর বুঝতে পারি বাবার আবেগ। তুমি রয়েছ আমাদের সঙ্গেই। প্রয়াত বাবার প্রতি আবেগঘন বার্তা জসপ্রীত বুমরার

মাঠে ময়দানে

আটে সাত্ত্বিকরা

■ **নয়াদিল্লি :** ইন্ডিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। বৃহস্পতিবার সাত্ত্বিক ও চিরাগ ২১-১৪, ২১-১৫ গেমে হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ চিনা তাইপের জুটিকে। আগাগোড়া দাপটের সঙ্গে খেলে সরাসরি গেমে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। ভারতীয় জুটি সদ্য মালয়েশিয়া ওপেনে রানার্স আপ হয়েছেন। সেই ফর্ম ইন্ডিয়া ওপেনেও ধরে রাখলেন সাত্ত্বিকরা। এদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন এইচ এস প্রণয়। এদিন প্রণয় কোর্টে নেমেছিলেন আরেক ভারতীয় প্রিয়াংশু রাজাবতের বিরুদ্ধে। যিনি আবার প্রথম রাউন্ডে লক্ষ্য সেনকে হারিয়ে বড় চমক দিয়েছিলেন। তবে প্রণয়ের বিরুদ্ধে লড়েও শেষরক্ষা করতে পারলেন না প্রিয়াংশু। তিন গেমের লড়াইয়ের পর ২০-২২, ২১-১৪, ২১-১৪ ফলে জয় ছিনিয়ে নেন প্রণয়।

বোপান্নাদের জয়

■ **মেলবোর্ন :** অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলেন রোহন বোপান্না ও তাঁর পার্টনার ম্যাথু এবডেন। বৃহস্পতিবার পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে বোপান্না ও এবডেন তিন সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ৭-৬, ৪-৬, ৭-৬ (১০/২) ফলে হারিয়েছেন অস্ট্রেলীয় জুটি জেমস ডাকওয়ার্থ ও মার্ক পোলমান্সকে। প্রথম সেট বোপান্নারা জিতলেও, দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে এনেছিলেন ডাকওয়ার্থ-পোলমান্স জুটি। যদিও নির্ণায়ক তৃতীয় সেটে টানটান উত্তেজনার মধ্যে জয় ছিনিয়ে নেন বোপান্না-এবডেন জুটি। দ্বিতীয় রাউন্ডে বোপান্নাদের প্রতিপক্ষ আরেক অস্ট্রেলীয় জুটি জন মিলম্যান ও এডোয়ার্ড উইন্টার।

ঝোড়ো শচীন

■ **মুদ্দেনহাল্লি :** কয়েক মাস আগেই পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাটিংয়ে এতটুকুও মরচে পড়েনি। সেটা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন শচীন তেন্ডুলকর। বৃহস্পতিবার কর্নাটকে এক প্রদর্শনী টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন শচীন-সহ একঝাঁক প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা। আর সেই ম্যাচে ১৬ বলে ২৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দিলেন শচীন। বল হাতেও নিলেন একটি উইকেট। ম্যাচে শচীনের নেতৃত্বাধীন 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' চার উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে যুবরাজ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন 'ওয়ান ফ্যামিলি'-কে। সাতটি দেশের মোট ২৪ জন প্রাক্তন ক্রিকেটার এই ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। শচীনকে আউট করেন মুথাইয়া মুরলীধরন।

স্যাঞ্চেজের জেল

■ **বার্সেলোনা :** সম্পত্তি লুকোনোর দায়ে জেল হল প্রাক্তন টেনিস তারকা আরান্থা স্যাঞ্চেজ ভিকারিওর। তবে তাঁকে এখনই জেলে যেতে হবে না। শাস্তি সাসপেন্ডেড জেল। তাঁর প্রাক্তন স্বামীসহ আরও কয়েকজনের জেল হয়েছে।

হেড-হ্যাজলউডের দাপট, জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া

অ্যাডিলেড, ১৮ জানুয়ারি : ট্র্যাভিস হেড ও জস হ্যাজলউড। প্রথমজন চাপের মুখে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে গুরুত্বপূর্ণ লিড এনে দিলেন। দ্বিতীয়জন বল হাতে নিলেন চার উইকেট। নিটফল, অ্যাডিলেড টেস্টে জয়ের খুব কাছাকাছি অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোরবোর্ডে ৭৩ রান তুলতে না তুলতেই ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে। বিপক্ষের থেকে এখনও ২২ রানে পিছিয়ে ক্যারিবিয়ানরা। কোনও অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে, অস্ট্রেলিয়ার জয় এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

আগের দিনের ২ উইকেটে ৫৯ রান হাতে নিয়ে বৃহস্পতিবার মাঠে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ক্যারিবিয়ান বোলারদের দাপটে একটা সময় মাত্র ১২৯ রানেই ৫ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। উসমান খোয়াজা (৪৫) নিজের ইনিংস বেশিদূর টেনে নিয়ে যেতে পারেননি। রান পেলেন না ক্যামেরন গ্রিন (১৪), মিচেল মার্শরাও (৫)। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন হেড। শেষ পর্যন্ত তিনি আউট হন ১১৯ রান করে। হেডের ১৩৪ বলের ইনিংসে ছিল ১২টি চার ও ৩টি ছয়। ফলে ২৮৩ রানে শেষ হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। ৯৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড পান প্যাট কামিন্সরা।

অভিষেক টেস্টেই ৯৪ রানে ৫ উইকেট শিকার ক্যারিবিয়ান পেসার শামার জোসেফের। দু'টি করে উইকেট নেন কেমার রোচ ও জাস্টিন গ্রিভস। এরপর ব্যাট করতে নেমে ১৯ রানেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। হ্যাজলউড এই চারটি উইকেট নেন। দু'ইনিংস মিলিয়ে অস্ট্রেলীয় পেসারের ঝুলিতে আপাতত ৮ উইকেট। কিছুটা লড়াই করেন কির্ক ম্যাকেঞ্জি (২৬) ও গ্রিভস (২৪)। দিনমের শেষে জোশুয়া দ্য সিলভা ১৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

সেঞ্চুরির পর হেডের উচ্ছ্বাস। বৃহস্পতিবার।

সুমিতের বিদায়, হার রাইবাকিনার

মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের ২৭ নম্বর খেলোয়াড়কে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডেই থেমে গেল সুমিত নাগালের দৌড়।

বৃহস্পতিবার চিনের শাং জুনচেংয়ের বিরুদ্ধে ৬-২, ৩-৬, ৫-৭, ৪-৬ সেটে হেরে মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে ছিটকে গেলেন সুমিত। অথচ প্রাক্তন যুব বিশ্বচ্যাম্পিয়ন শাংয়ের বিরুদ্ধে সুমিত শুরুটা করেছিলেন আশা জাগিয়ে। প্রথম সেট অনায়াসে জিতে এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু পরের তিনটে সেট হেরে ম্যাচ খুইয়ে বসেন।

অন্যদিকে, পুরুষদের সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন খেতাবের অন্যতম দাবিদার কার্লোস আলকারাজ। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই আলকারাজ ইতালির লোরেঞ্জো সোনেগোকে ৬-৪, ৬-৭ (৩/৭), ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) সেটে হারিয়েছেন। তবে স্প্যানিশ তারকাকে রীতিমতো বেগ দিয়েছেন লোরেঞ্জো। তবে এদিনই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেন অষ্টম বাছাই হোলগার রুনে। তাঁকে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৪, ৪-৬, ৬-৩ সেটে হারিয়ে চমক দিয়েছেন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে মূলপর্বে খেলা আর্থার ক্যাজাক্স।

মেয়েদের সিঙ্গলসে জয়ের মুখে দেখেছেন শীর্ষ বাছাই ইগা সুইয়াটেক। তিনি আমেরিকার ড্যানিয়েল কলিন্সকে ৬-৪, ৪-৩, ৬-৪ সেটে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। প্রথম সেট ইগা জিতলেও, দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন কলিন্স। এমনকী, নির্ণায়ক তৃতীয় সেটেও একটা সময় ৪-১ গেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন কলিন্স। সেখান থেকে ম্যাচ বের করে নেন ইগা। এদিকে, দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন মেয়েদের তৃতীয় বাছাই এলিনা রাইবাকিনা। তাঁকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছেন অবাছাই অ্যানা ব্লিঙ্কোভা। এই ম্যাচে টেনিস ইতিহাসের দীর্ঘতম টাইব্রেকারের (৪২ পয়েন্ট) সাক্ষী রইল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। প্রথম সেট ব্লিঙ্কোভা ৬-৪ গেমে জেতার পর, দ্বিতীয় সেট ৬-৪ গেমে জিতে ম্যাচে ফিরেছিলেন রাইবাকিনা। এরপর তৃতীয় সেট টাইব্রেকারে ৭-৬ (২২/২০) জিতে নেন ব্লিঙ্কোভা।

জার্মানির কাছে হার

রাঁচি, ১৮ জানুয়ারি : শেষরক্ষা হল না। প্যারিস অলিম্পিকের বাছাই পর্বের সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে পেনাল্টি শুটআউটে হেরে গেলেন সবিতা পুনিয়ারা। নির্ধারিত সময় ম্যাচের ফল ছিল ২-২। কিন্তু পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ গোলে বাজিমাত করে জার্মানি। ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে এসেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

জিতলেই প্যারিস অলিম্পিকের মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলত ভারতীয় মহিলা হকি দল। তবে সবিতাদের সামনে এখনও সুযোগ রয়েছে। অন্য সেমিফাইনালে আমেরিকার কাছে ১-২ গোলে হেরেছে জাপান। এবার তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ম্যাচে জাপানকে হারালেই প্যারিসের টিকিট পেয়ে যাবেন সবিতারা। প্রথম কোয়ার্টারের শেষদিকে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন দীপিকা। যদিও দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই গোল শোধ করে দেন জার্মানির শার্লট স্টেপেনহর্স্ট। এরপর চতুর্থ কোয়ার্টারে ফের গোল করে জার্মানিকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন শার্লট। যদিও ম্যাচের শেষ মিনিটে ঈশিকা চৌধুরীর গোলে ২-২ করে ফেলে ভারত। ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে।

রানাকে রেঞ্জ ছাড়ার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : প্রাক্তন শুটার যশপাল রানাকে শুটিং রেঞ্জ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন জাতীয় সংস্থার ডিরেক্টর। এমন অভিযোগ রানারই। তিনি বলেছেন, "প্যারিস অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ছোটদের অনুশীলন চলছিল। একটু দূরে ছিলাম। তখনই জাতীয় রাইফেল সংস্থার ডিরেক্টরের কাছ থেকে খবর আসে যে আমাকে রেঞ্জ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।" জাতীয় শুটিং দলের কোচিং করিয়েছেন রানা। পেয়েছিলেন অর্জুন পুরস্কার।

কথা না শুনলে চলে যাব : জাভি

বার্সেলোনা, ১৮ জানুয়ারি : কথা না শুনলে ব্যাগ গুছিয়ে চলে যাব! বার্সেলোনার ফুটবলারদের কড়া বার্তা দিলেন কোচ জাভি হার্নান্দেজ। তাঁর এই হুমকি স্প্যানিশ সুপার কাপে দলের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণে। রিয়াধে সেই ম্যাচে চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৪-১ গোলে হেরেছে বার্সেলোনা।

লা লিগাতেও শীর্ষে থাকা জিরোনার থেকে আট পয়েন্টে পিছিয়ে আছে বার্সেলোনা। গত বছরের দারুণ পারফরম্যান্সের থেকে এবার একেবারে উল্টো ফল করছে জাভির দল। গত বছর সারা মরশুমে যেখানে বার্সেলোনা ২০টি গোল খেয়েছিল, সেখানে এবার তাদের ২৩টি গোল খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এতেই ক্ষুব্ধ কোচ। আর সেটা স্বাভাবিক। যেহেতু ৪৩ বছরের জাভি নিজে ফুটবল জীবনে প্রচুর সাফল্য পেয়েছেন। রিয়ালের কাছে এমন অসহায় হার তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

জাভি সাংবাদিকদের বলেছেন, যেদিন প্লেয়াররা কথা শুনবে না, সেদিনই ব্যাগ গুছিয়ে চলে যাব। গতবছর লা লিগা না জিতলে এবার এখানে থাকতাম না। আমাকে কেউ যদি বলে সমস্যা হচ্ছে, চলে যাব। বার্সাকে ভালবাসি। কিছু দিতে এসেছি। না পারলে চলে যাব। ২০২১-এ আল সাদ থেকে এই ক্লাবে এসেছিলাম জাভি। তাঁর কথায়, যখন কাতার থেকে এসেছিলাম, মালিকরা ক্লাবের খারাপ অবস্থার কথা বলেছিলেন। আমরা এখন পরিবর্তনের পথে হাঁটছি। আমি শান্তই আছি। তিনটি খেতাব জিততে হবে। আমার মনে হয় আমরা ব্যর্থতার থেকে সাফল্যের দিকেই এগোচ্ছি।

সানিয়ার পোস্ট ঘিরে জল্পনা

দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ জল্পনা ফের উসকে দিলেন সানিয়া মির্জা। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে শোয়েবের সব ছবি মুছে দেওয়ার পর এবার ইনস্টাগ্রামে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করলেন টেনিস সুন্দরী। যার বাংলা করলে দাঁড়াবে, বিবাহ যেমন কঠিন তেমনি বিচ্ছেদও কঠিন। আবার সঠিকটা বেছে নেওয়াও কঠিন।

ইনস্টাগ্রামে সানিয়া আরও লিখেছেন, "কারও কাছে ঋণী থাকা যেমন কঠিন তেমনি আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন হওয়া কঠিন। কথা বলাও কঠিন, যোগাযোগ না রাখাও কঠিন। জীবন সহজ নয়। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ঠিকটাকে বেছে নিতে হবে।" সানিয়া ও শোয়েবের বিচ্ছেদের জল্পনা এখন হট টপিক। শুধু সানিয়া বা শোয়েবের মধ্যে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খোলেননি। এক পাকিস্তানি মডেলের সঙ্গে শোয়েবের সম্পর্ক আছে বলে জল্পনা রয়েছে। যদিও শোয়েব তা অস্বীকার করেছেন। সম্প্রতি সানিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সন্তান ইজাহানের সঙ্গে শোয়েবের একটিমাত্র ছবি রেখে বাকি সব মুছে দিয়েছেন।

১৬
১৯ জানুয়ারি ২০২৪
শুক্রবার

মাঠে ময়দানে

19 January, 2024 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্যাটিং শেখানোর মাস্টার ক্লাস হল রোহিত ভাই। বললেন রিঙ্কু সিং

রিটায়ার্ড হার্ট না আউট? বিতর্কে রোহিত

দ্রাবিড়ের সাফাই, নারাজ আফগান কোচ ট্রট

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি : চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বুধবারের ম্যাচে তিনি তিনবার ব্যাট করতে নেমেছেন। যা নিয়ে রোহিত শর্মা বলেছেন, তাঁর আইপিএল ম্যাচের কথা মনে পড়ছে। সেখানেও তিনি একবার একটি ম্যাচে তিনবার ব্যাট করেছিলেন।

বুধবারের ম্যাচে রোহিত প্রথমে ১২১ রানে নট আউট ছিলেন। ম্যাচ টাই হওয়ার পর সুপার ওভারেও খেলার মীমাংসা হয়নি। এখানেও ফের টাই হওয়ায় আরও একটি সুপার ওভারের প্রয়োজন পড়েছিল। যাতে জিতে ভারত সিরিজ ৩-০ করেছে।

কিন্তু কথা উঠেছে রোহিতের প্রথম সুপার ওভারের শেষ বলের আগে রিটায়ার করা নিয়ে। তিনি চোট পাননি। তাই রিটায়ার্ড হার্ট নন। তাহলে কি রোহিত রিটায়ার্ড আউট? এই অবধি ঠিকই ছিল, কিন্তু রোহিতের দ্বিতীয় সুপার ওভারের শুরুতে ব্যাট করতে নামা নিয়ে যত সমস্যা। প্রশ্ন উঠছে এটা বৈধ কি না।

সুপার ওভারে ব্যাট করা নিয়ে আইসিসির ২৫.৪.২ ধারায় বলা আছে, কোনও ব্যাটার যদি অসুস্থ হয়, বা চোট লাগে অথবা অন্য কোনও কারণে রিটায়ার করলে তার আবার ব্যাট করতে নামার অধিকার আছে। কিন্তু এসবের মধ্যে কিছু না হলে তাকে রিটায়ার্ড নট আউট ধরা হবে।

আইসিসির ২৫.৪.৩ ধারায় বলা হয়েছে, ২৫.৪.২ ধারার বাইরে কেউ যদি মাঠ ছাড়ে, তাহলে তাকে বিপক্ষের অধিনায়কের অনুমতি নিয়ে মাঠে নামতে হবে। আর যদি ইনিংস কোনও কারণে শুরু না হয়ে থাকে, তাহলে সেই ব্যাটারকে রিটায়ার্ড আউট ধরা হবে।

টাই হওয়া সুপার ওভারের ক্ষেত্রে বলা আছে, কোনও ব্যাটার আগের সুপার ওভারে আউট হলে পরের সুপার ওভারে ব্যাট করতে পারবে না। ম্যাচের অফিসিয়ালরা তখনই কোনও মন্তব্য না করায় জানা যায়নি না রোহিত রিটায়ার্ড আউট না রিটায়ার্ড হার্ট। পরেরটা হলে রোহিতের ব্যাট করায় সমস্যা ছিল না।

আফগান কোচ জোনাথন ট্রট বলেছেন, রোহিত আউট ছিল কি না জানি না। রোজ নতুন নিয়ম হচ্ছে। গাইডলাইন হচ্ছে। অনেকে তার সুবিধা নিচ্ছে। এই ম্যাচেও সেটাই হয়েছে। আমরাও চেয়েছিলাম ওমরজাইকে দিয়ে দুটো সুপার ওভারে বল করাতে। কিন্তু সম্ভব কি না কেউ সেটা আমাদের জানায়নি।

রাহুল দ্রাবিড় অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁরা যা করেছেন সেটা নিয়মের মধ্যে থেকেই। পরে ম্যাচ অফিসিয়ালরাও জানিয়েছেন, রোহিতকে কোনও আফগান বোলার আউট করতে পারেননি। তিনি অবসৃত হয়েছেন। শুধু বিপক্ষের অধিনায়কের অনুমতি নিতে হয়েছে। জারদান সেই অনুমতি দিয়েছিলেন।

তদন্ত শুরু

■ **মুম্বই :** কয়েকদিন আগে ভুয়ো ভিডিও নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকর। সেই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট গেমিং ওয়েবসাইট এবং তাদের ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল মুম্বই পুলিশ। সেই ওয়েবসাইটে দেখানো হয়েছিল, শচীন সংশ্লিষ্ট গেমিং অ্যাপের প্রচার করছেন। তা সত্যি নয় বলে কিছুদিন আগেই জানিয়েছিলেন ভারতের ব্যাটিং কিংবদন্তি। মুম্বই পুলিশ সূত্রে খবর, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫০০ (মানহানি) এবং ৬৬এ (আপত্তিকর বার্তা পাঠানো) ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দু'দিন আগেই শচীনের ব্যক্তিগত সহায়ক ওয়েস্ট রিজিয়ন সাইবার থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতেই পুলিশ ব্যবস্থা নিতে চলেছে। আপাতত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সূর্যর অস্ত্রোপচার

■ **বার্লিন :** বুধবার রাতে জার্মানিতে সফল অস্ত্রোপচার হল সূর্যকুমার যাদবের। গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন সূর্য। তখনই বোর্ড জানিয়েছিল, জার্মানিতে গিয়ে তাঁর অস্ত্রোপচার করানো হবে। সূর্য নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে নিজের ছবি পোস্ট করে অস্ত্রোপচার হওয়ার খবর দিয়েছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি হাসিমুখে হাসপাতালের বেডে শুয়ে। সঙ্গে সূর্য লিখেছেন, "অস্ত্রোপচার শেষ। যাঁরা আমার শরীর নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আশা করছি, সুস্থ হয়ে খুব দ্রুতই মাঠে ফিরব।" আপাতত সূর্য রিহ্যাব করবেন। পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে তাঁর মাস খানেক সময় লাগবে বলে খবর। সেক্ষেত্রে আইপিএল খেলতে সূর্যর কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

দল যা চায় রিঙ্কু তাই করছে

প্রশংসায় অধিনায়ক

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি : ৩৯ বলে ৬৯। এবং ইনিংস শেষে তিনি অপরাজিত। আরও একটা ম্যাচে রিঙ্কু সিং নিজেকে সুপার ফিনিশার প্রমাণ করলেন।

প্রত্যাশিতভাবেই অধিনায়কের কাছে দরাজ প্রশংসা পেয়েছেন উত্তরপ্রদেশ ও কেকেআর ব্যাটার। রিঙ্কুকে নিয়ে রোহিত বলেছেন, দল ওর কাছে যা চায়, রিঙ্কু ঠিক সেটাই করছে। ইনিংসের শেষ দিকে এরকম কোনও হার্ড হিটারের দলে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। রোহিত ঠিক এটাই বলেন যে, শেষ যে ক'টা সিরিজ রিঙ্কু খেলেছে, তাতে ও দেখিয়েছে যে ব্যাট হাতে কী করতে পারে। ঠান্ডা মাথায় খেলে। এটা জানে যে কোথায় ওর শক্তি। রিঙ্কু ঠিক সেটাই করছে যা দল ওর কাছে চায়। দেশের জন্য খুব ভাল খেলছে রিঙ্কু।

প্রথম দুই ম্যাচে শূন্য করলেও বুধবার ভারত যখন ২২/৪, তখন জ্বলে উঠেছিলেন রোহিত। ৬৯ বলে ১২১ নট আউট থেকে তিনি বুঝিয়ে দেন বড় প্লেয়াররা দরকারের সময় ঠিক নিজেকে মেলে ধরে। টি-২০ আন্তর্জাতিকে ভারত অধিনায়কের এটা পঞ্চম সেঞ্চুরি। ম্যাচের পর রোহিত আরও বলেছেন, দল এগিয়ে চলেছে। এটা বেশ তৃপ্তিদায়ক ব্যাপার। এইসময় চেয়েছিলাম পিছন থেকে কেউ ইনিংসটা ধরুক। রিঙ্কু সেটা করছে। আমরা ওকে আইপিএলে এমন করতে দেখেছি। এখন দেশের জার্সিতেও একই কাজ করছে রিঙ্কু।

বেঙ্গালুরুর ম্যাচ নির্ধারিত ২০ ওভারের শেষে টাই হওয়ায় সুপার ওভারে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সেটাও টাই হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সুপার ওভারের দরকার পড়েছিল। তাতে আফগানিস্তানকে হারিয়ে ভারত টি-২০ সিরিজ ৩-০-তে জিতে নিয়েছে। রোহিত বলেছেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না শেষ কবে এমন হয়েছে। কিন্তু এটা মনে আছে যে, আইপিএলে একবার আমি এক ম্যাচে তিনবার ব্যাট করতে নেমেছিলাম!

রিঙ্কুর সঙ্গে তাঁর ১৮৮ রানের পার্টনারশিপ নিয়ে রোহিতের বক্তব্য, ওই সময় এটার দরকার ছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে বারবার কথা বলছিলাম যাতে ফোকাস হারিয়ে না যায়। আমাদের জন্য খুব ভাল ম্যাচ গেল এটা। চাপ ছিল, কিন্তু ওই সময় এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে যতদূর সম্ভব ব্যাট করে যাওয়া। যাতে লক্ষ্যটা হারিয়ে না যায়।

টেস্টের প্রস্তুতি শুরু রবিবার

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : ইংল্যান্ড দ্বৈরথের দামামা বেজে গিয়েছে। পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত। আবু ধাবিতে মহড়া সেরে ইংল্যান্ড রবিবার ২১ জানুয়ারি হায়দরাবাদ পৌঁছবে। ২৫ জানুয়ারি নিজামের শহরে প্রথম টেস্ট। স্টোকসদের ভারতে আসার দিনই হায়দরাবাদে টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করবেন বিরাট কোহলিরা। বিসিসিআই সূত্রে খবর, প্রথম টেস্টের আগে চারদিন উপ্পল স্টেডিয়ামে লাল বলে প্রস্তুতি সারবে ভারত। ২১ জানুয়ারি প্রথম দিন নেট সেশন করে পরের দিন ছুটি নিচ্ছেন বিরাট। কারণ, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। রবীন্দ্র জাদেজা ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে গিয়েছেন ফিটনেস পরীক্ষা দিতে। যদিও ভারতীয় অলরাউন্ডারের চোট সমস্যা কিছু নেই বলেই জানা গিয়েছে। ভারত সফরের জন্য ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন সে দেশের প্রাক্তনরা। টিম ম্যানেজমেন্টের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মাইকেল ভন, স্টিভ হার্মিসনদের প্রশ্ন, ইংল্যান্ড দল কি অ্যাসেজের চারদিন আগে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে পারে? ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটা টেস্ট হবে। অথচ স্টোকসরা প্রথম টেস্টের মাত্র চারদিন আগে ভারতে পৌঁছবে! ২০১২-তে শেষবার ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। সেবার প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ভারতে পৌঁছেছিলেন অ্যালেস্টার কুকরা।

বিশ্বকাপের আগে বিকল্প বাড়ল : দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৩-০ জয়ে খুশি রাহুল দ্রাবিড়। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে এটাই ছিল ভারতের শেষ সিরিজ। যা চিন্তায় রাখছে কোচকে। পাশাপাশি বেশ কিছু তরুণ ক্রিকেটারের পারফরম্যান্সে খুশি দ্রাবিড় জানাচ্ছে, এতে তাঁর হাতে বিকল্প বাড়ল।

তিনি বলছেন, "দুর্ভাগ্যবশত, টি-২০ বিশ্বকাপের আগে আমাদের আর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ নেই। তাই আইপিএলের উপরেই নির্ভর করতে হবে। যে ক্রিকেটাররা আমাদের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় রয়েছে, আইপিএলে তাদের পারফরম্যান্সের দিকে নজর থাকবে। টিমে কিছু জায়গা ফাঁকা। দেখা যাক কী হয়। একদিনের বিশ্বকাপের পর দলে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে আমি খুশি যে, এতে বিকল্প বেড়েছে। যারা সুযোগ পেয়েছে, তারা সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।"

তিন ম্যাচে মোট ১২৪ রান ও দু'টি উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরা হয়েছেন শিবম দুবে। দ্রাবিড় বলেন, "অনেকদিন পর শিবম জাতীয় দলে ফিরেছে। ক্রিকেটার হিসাবে অনেকটাই উন্নতি করেছে। ওর প্রতিভা নিয়ে কোনওদিনই প্রশ্ন ছিল না। তবে মানসিকভাবেও পরিণত হয়েছে। আগের থেকে অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে খেলছে। আমি নিশ্চিত, এই পারফরম্যান্স শিবমকেও আত্মবিশ্বাস জোগাবে। আশা করি, আইপিএলেও শিবম এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।"

টি-২০ বিশ্বকাপে কে কিপিং করবেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। দৌড়ে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিশান, জিতেশ শর্মারা। ফিট হওয়ার মুখে ঋষভ পন্থ। দ্রাবিড় বলছেন, "অনেকেই রয়েছে। ওদের দিকে আগামী কয়েক মাস নজর থাকবে।"